৩৭৯

জীবন-চরিত

নিকলাস কোপর্নিকস।

ক্যাল্ডিয়া ইজিপ্ট গ্রীস প্রভৃতি দেশের পূর্ব্বতন জাতিদের মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলন ছিল কিন্তু খৃষ্টীয় শাকের ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর বিষয় প্রকৃতরূপে বিদিত ছিল না। পূর্ব্বকালীন পণ্ডিতগণের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে পৃথিবীমণ্ডল অন্তরিক্ষ বিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্কসমুদায়ের মধ্যস্থিত আর চন্দ্র, শুক্র, মঙ্গল, সূর্য্য, অন্যান্য গ্রহগণ ও নক্ষত্রমণ্ডল তাহার চতুর্দ্দিকে উপর্য্যুপরি পরিবর্ত্তমান মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করে আর তাহাদের দূরত্ব ও বেগের বিভিন্নতা প্রযুক্ত দিবসে ও রজনীতে নভোমণ্ডলের বিবিধ আকার দেখিতে পাওয়া যায়। এই মত প্রায় একপ্রকার ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত প্রবল ও প্রচলিত ছিল।

খৃষ্টীয় শাক প্রারম্ভের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এনাক্সিমেণ্ডর, পিথাগোরস ও গ্রীশদেশীয় অন্য অন্য পণ্ডিতের অন্তঃকরণে অনতিপরিস্ফুট রূপে এই বোধোদয় হইয়াছিল যে সূর্য্য অচল পদার্থ ও পৃথিবী একটা গ্রহ অন্যান্য যথা নিয়মে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। তাঁহারা সাহসপূর্ব্বক আপনাদিগের এই বিশুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু তৎকাল প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত ঘোরতর বিসম্বাদিতা প্রযুক্ত সাধারণ লোকেরা যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ প্রদর্শন করাতে বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই।

অনন্তর চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালি দেশে বিদ্যানুশীলনের পুনরারম্ভ হইলে সমুদায় বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্ব্বিদ্যার কিঞ্চিৎ২ আদর হইতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে যে মত প্রচলিত ছিল তাহা অরিষ্টটল, টলেমি ও অপরাপর প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণের অনুমোদিত প্রণালী অপেক্ষা বিশুদ্ধ ছিল না তাহাতে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন ছিল যে সূর্য্য ও গ্রহ মণ্ডল ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। যাঁহা

হউক পরিশেষে এনাক্সিমেণ্ডর ও পিথাগোরসের সঙ্কলিত বিশুদ্ধ মতের পুনরুজ্জীবন হইবার শুভ সময় উপস্থিত হইল।

যে অধুনাতন পণ্ডিত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিলুপ্তপ্রায় মত পুনরুজ্জীবিত করেন তাঁহার নাম নিকলাস কোপর্নিকস। তিনি ১৪৭৩ খৃঃঅব্দে ফেব্রুয়ারির ঊনবিংশ দিবসে বিস্টুলা নদী তীরবর্ত্তি থরন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত স্থান এক্ষণে প্রুসিয়ার রাজার অধিকারের অন্তর্গত। জর্ম্মনির অন্তঃপাতি ওয়েস্টফেলিয়া প্রদেশ কোপর্নিকসের পিতার জন্মভূমি। কিন্তু তিনি ঘটনাক্রমে অস্ত্র চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থরন নগরে বাস করেন। তৎপরে প্রায় দশ বৎসর অতীত হইলে কোপর্নিকসের জন্ম হয়। কোপর্নিকস বাল্যকালে ক্রাকোর বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু গণিত, পরিপ্রেক্ষিত, জ্যোতিষ ও চিত্রকর্ম্ম এই কয়েক বিষয়ে স্বভাবতঃ অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। অতি শৈশবকালেই জ্যোতিষ বিষয়ে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তি লাভার্থে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া ইটালিতে

গমন করিয়া বলগ্নার বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। সকলে অনুমান করেন তাঁহার অধ্যাপক ডোমিনিক মেরিয়া পৃথিবীর মেরু পরিবর্ত্তের বিষয় প্রথম প্রকাশ করেন তদ্দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে তৎকাল প্রচলিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া প্রথম উদ্বোধ হয়। অনন্তর বলগ্না হইতে রোমনগরী প্রস্থান করিয়া তথায় কিয়দ্দিবস পরিপাটীরূপে গণিত শাস্ত্রের শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে কোপর্নিকস স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার মাতুল অর্ম্মিলণ্ডের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি তাঁহাকে ফ্রায়েনবর্গের প্রধান ধর্ম্মালয়ে যাজকতা পদে নিযুক্ত করিলেন। সেই সময়ে থরন নগরের লোকেরাও তাঁহাকে আপনাদিগের এক ধর্ম্মালয়ে দ্বিতীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদে নিরূপিত করেন। এক্ষণে তিনি মনেং এই সঙ্কল্প করিলেন যে আপন যাজকতা কর্ম্ম ও বিনা বেতনে দরিদ্র লোকের চিকিৎসা এবং অভিলষিত বিদ্যার অনুশীলন এই তিন বিষয় অবলম্বন করিয়া জীবন ক্ষেপণ করিব।

প্রধান ধর্ম্মালয়ের সন্নিহিত কোন উন্নত স্থানের উপরি ভাগে ফ্রায়েনবর্গের যাজকদিগের এক বাস স্থান ছিল, তথা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট রূপে গ্রহ নক্ষত্রাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। কোপর্নিকস সেই স্থানে বাস্তব্য নিরূপণ করিলেন।

অনুমান হয় ১৫০৭ খৃঃ অব্দে পিথাগোরসের সঙ্কল্পিত প্রণালী উৎকৃষ্ট বলিয়া কোপর্নিকসের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। কিন্তু তৎকালীন লোকের যেরূপ সংস্কার ছিল তাহার নিতান্ত বিপরীত বলিয়া তিনি সহসা উক্ত মত অবলম্বন ও প্রচার করিতে পারিলেন না। তৎকালে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হয় নাই, তদ্ভিন্ন গণিতসংক্রান্ত আর যে সকল যন্ত্র ছিল তাহাও অত্যন্ত অপকৃষ্ট ও অকর্ম্মণ্য। কোপর্নিকস জ্যোতির্ম্মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত যে দুইটি যন্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা দেবদারু কাষ্ঠে যৎসামান্য রূপে নির্ম্মিত ও পরিমাণচিহ্ন স্থলে মসীরেখায় অঙ্কিত। এই মাত্র উপকরণসম্পন্ন হইয়া, স্বাবলম্বিত নব প্রণালী প্রমাণসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে সকল অনুসন্ধান আবশ্যক, কয়েক বৎসর তৎসম্পাদনে

বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। পরিশেষে ১৫৩০ খৃঃ অব্দে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন তাহাতে সমুদায় প্রণালী বিশেষ রূপে ব্যাখ্যাত হইল।

অপেক্ষাকৃত জ্ঞানালোকসম্পন্ন বহু সংখ্যক বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পূর্ব্বাবধি কোপার্নিকসের মত অবগত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সমুচিত সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা গ্রাহ্য করিলেন। রোমীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা অভাহু ক্ষাযার কথা যে তৎসংক্রান্ত প্রধানপদারূঢ় কতিপয় যাজকেরাও উক্ত মত গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সমুদায় সাধারণ লোক ও অন্যান্য ধর্ম্মোপদেশকগণ অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও সুতরাং কুসংস্কারাবিষ্ট ছিলেন অতএব তাহাদের তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মিবার বিষয় কি। বিচারকালে চিরাগত কুতর্কপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত তাঁহারা স্বয়ং তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারিতেন না এবং অন্যে সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেও তাহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। তৎকালীন লোকদিগের এই রীতি ছিল যে পূর্ব্বাচার্য্যেরা যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধবৎ আভাসমান

কোন প্রামাণিক বিষয়ও উপস্থিত হইলে তাহা শুনিতে চাহিতেন না। বস্তুতঃ তাঁহারা কেবল প্রমাণ প্রয়োগেরি বিধেয় ছিলেন তত্ত্ব নির্ণয় নিমিত্ত স্বয়ং অনুধ্যান বা বিবেচনা করিতেন না। ইহাতে এই ফল জন্মিয়াছিল যে নির্ম্মল মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অভিজ্ঞতা বা অনুসন্ধান [illegible] অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতেন তাহা চিরপ্রচলিত মতের বিসম্বাদি বলিয়া অবজ্ঞারূপ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইত। এই এক সিদ্ধান্ত তাঁহাদের বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে পৃথিবী অচলা ও অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বের নাভিমণ্ডল। এই মত পূর্ব্বতন কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা প্রামাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন, বহু কালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বস্তু মাত্রের যেরূপ ভাব দেখা যায় তাহার সহিতও অবিরুদ্ধ. বিশেষতঃ তৎকালীন লোকেরা বোধ করিত বায়বলেরও স্থানে২ যাহার পোষকতা আছে। (ফলতঃ সে সকল পোষকতা নহে তাহাতে কেবল পৃথিবী অচলা বলিয়া লোকের যে সংস্কার ছিল তাহার বিপরীত পক্ষ সমর্থন করা

হয় নাই এবং তাহাও সদভিপ্রায় মূলক।) এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া কোপর্নিকস সেই বহ্বায়াসসাধিত গ্রন্থ সহসা প্রচার করিতে পারিলেন না।

পরিশেষে রেটিকসনামা তাঁহার এক বান্ধব সাহস করিয়া সংক্ষেপে তদীয় গ্রন্থের মর্ম্মসঙ্কলন পূর্ব্বক ১৫৪০ খৃঃ অব্দে নাম না দিয়া এক ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। ইহাতে কেহ বিদ্বেষ প্রকাশ না করাতে সেই ব্যক্তিই পর বৎসর আপন নাম সমেত উক্ত পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিলেন। উভয় বারেই এই মত কোপর্নিকসের বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। ঐ সময়ে ইরাস্মস রেন্‌হোল্‌ড নামক পণ্ডিত এক পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি এই নূতন মতের ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়া তৎপ্রবর্ত্তককে দ্বিতীয় টলেমি বলিয়া বর্ণন করেন। এরূপ হইয়া থাকে যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভ্রান্তিপ্রবর্ত্তকের সহিত তুল্যমূল্য করিলেই তত্ত্বপ্রদর্শকের যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়। তখন কোপর্নিকস আত্মীয়বর্গের প্রবর্ত্তনার অনুরোধে আপন গ্রন্থ প্রচার করিতে সম্মত

হইলেন। তদনুসারে নরম্বর্গবাসি কতিপয় পণ্ডিতের অধ্যক্ষতায় তন্নগরস্থ যন্ত্রে গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে লাগিল। তৎকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, জীবিত থাকিয়া আপন গ্রন্থ প্রচারিত দেখা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। গ্রন্থ মুদ্রিত হইবামাত্র তাঁহার বন্ধু রেটিকস এক পুস্তক পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ঐ পুস্তক, ১৫৪৩, মে মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে তাঁহার তনুত্যাগের কয়েকদণ্ড মাত্র পূর্ব্বে তাঁহার নিকট পহুছে।

এইরূপে কোপর্নিকসের মত ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইল। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছিল এই বলিয়াই হউক, কিম্বা তাদৃশ প্রগাঢ় গ্রন্থ প্রাকৃত জনদুর্ব্বোধ সুতরাং তদ্দ্বারা সাধারণ লোকের মত ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই এই বোধ করিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন অনির্ণীত হেতু বশতঃ উক্ত বিষয়ে কোন প্রদেশ বা পক্ষ হইতে বিদ্বেষ প্রদর্শিত হয় নাই।

গালিলিয় গালিলি

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে কোপর্নিকসের পরলোক যাত্রার চল্লিশ বৎসর পরে ইউরোপের অতিপ্রধান জ্যোতির্ব্বিদ টাইকো ব্রেহি ক্রমাগত ত্রিংশৎ বৎসর উক্ত বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার মত অবলম্বন করেন নাই। যাহা হউক অনন্তরযুগোৎপন্ন যে ইটালি দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সেই মত অবলম্বন করিয়া তাহার যথোচিত পোষকতা করেন এক্ষণে সংক্ষেপে তদীয় চরিত লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

ইটালির অন্তঃপাতি পিসানগরে ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে গালিলিয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা টস্কানিদেশের এক জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন কিন্তু তাদৃশ ঐশ্বর্য্য ছিল না। তিনি গালিলিয়কে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত সেই

নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। অরিষ্টটলের দর্শন শাস্ত্র তৎকালে যেরূপে পাঠিত হইত পাঠদশাতেই তাহা নিতান্ত যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে সুতরাং তদবধি তিনি তন্মতের ঘোরতর প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। গণিত শাস্ত্রে বিশিষ্ট রূপ প্রতিপত্তি হওয়াতে ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তিনি সেই অপ্রামাণিক দর্শন শাস্ত্রের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রকৃতির নিয়ম সকল প্রদর্শন করাইতে আরম্ভ করিলেন। একদা বহুসংখ্যক দর্শক সমক্ষে তত্রত্য প্রধান ধর্ম্মালয়ের উপরি ভাগে বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন "গুরুত্ব পতনের কারণ নহে"। ইহাতে অরিষ্টটলের মতাবলম্বিরা তাঁহার এমত বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন যে দুই বৎসর পরে তাঁহাকে অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল।

তিনি এইরূপে পিসানগর হইতে অপসারিত হইয়া বিষয়কর্ম্ম শূন্য কালযাপন করিতে লাগি

লেন। কিন্তু ইটালির প্রদেশান্তরীয় লোকেরা তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া ১৫৯২ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে পেড়ুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপকতা পদে নিযুক্ত করিলেন। এই স্থলে তিনি অত্যুৎকৃষ্টরূপে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইউরোপের দূরতর প্রদেশ হইতেও শিষ্যমণ্ডলী উপস্থিত হইতে লাগিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সর্ব্বত্র লাটিন ভাষাতেই উপদেশ দিতেন গালিলিয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইটালিক ভাষায় আরম্ভ করিলেন। তৎকালে এই নূতন প্রণালী অবলম্বন করা একপ্রকার সাহসিক কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

পেড়ুয়াতে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া তিনি পদার্থ মীমাংসার যে সকল নূতন২ নিয়ম প্রথম প্রকাশ করেন তাহা তৎকাল প্রচলিত মতের বিরোধি হইলেও উপদেশ মধ্যে অবতীর্ণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। জেনসন নামক এক জন ওলন্দাজ এক অভিনব যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা অবলোকন করিলে দূরবর্ত্তি পদার্থ সকল সন্নিহিত বোধ হয়। গালিলিয়

এরূপ যন্ত্রের প্রকাশ বিষয়ে উন্মুখ হইয়াছিলেন এক্ষণে শুনিবামাত্র উহা কি কি উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং এক দিবসও বিলম্ব না করিয়া তদপেক্ষা অনেক অংশে উত্তম তথাবিধ এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হইল। ইহা বিজ্ঞান শাস্ত্রসম্বন্ধ সমুদায় যন্ত্র অপেক্ষা মহোপকারক।

গালিলিয় সেই দৃষ্টিপোষক নলাকার নূতন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পাইলেন, চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর, সূর্য্যমণ্ডল সময়ে২ কলঙ্কিত ও ছায়াপথ কেবল সূক্ষ্মতারকা স্তোম মাত্র। আর শুক্র গ্রহের চন্দ্রের ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধি আছে। শনৈশ্চরের উভয় পার্শ্বে পক্ষাকার কোন পদার্থ আছে (পরে উহা অঙ্গুরীয় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে)। বৃহস্পতি পারিপার্শ্বিক চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত। বোধ হয় গালিলিয় চিরকালাবধি মনে করিতেন নভস্থল স্থিত বস্তু সকল যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়

সেরূপ নহে। কিন্তু কোনকালে যে এই রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিবেন তাঁহার এমত আশাও ছিল না। এক্ষণে এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ কি অভূতপূর্ব্ব চমৎকার ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল তাহা কোন রূপেই অনুভব করিতে পারা যায় না।

১৬১১ খৃঃ অব্দে যখন তিনি এই সকল বিষয়ের গবেষণাতে প্রবৃত্ত হন তৎকালে টস্কানির অধীশ্বরের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া পিসাপ্রত্যাগমন পূর্ব্বক সমধিক বেতনে তথায় গণিতাধ্যাপকের পদ পুনর্গ্রহণ করেন সুতরাং তাঁহার প্রকাশিত বিষয় সকল ঐ নগরেই প্রথম প্রচারিত হয়। কোপর্নিকস কেবল দৈবগত্যা যে সকল নিগ্রহ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন এইক্ষণে ইটালি দেশীয় পণ্ডিতকে সেই সমুদায় বিলক্ষণরূপে ভোগ করিতে হইল। তৎকালে তিনি এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহাতে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন আমি যাহা২ প্রকাশ করিয়াছি তদ্দ্বারা কোপর্নিকস প্রদর্শিত প্রণালীর যথার্থতা সপ্রমাণ হইল। ইহাতে এই ঘটিয়াছিল যে যাজকেরা ধর্ম্মবি

প্লাবক বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করাতে ১৫১৬ খৃঃ অব্দে রোমনগরে গিয়া তত্রত্য ধর্ম্ম সভার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল। সভাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞাশৃঙ্খলে বদ্ধ করাইলেন যে আমি এরূপ সঙ্ঘাতক মত আর কদাচ মুখে আনিব না। ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু সত্যাসত্যের নিশ্চয় নাই, সভাধ্যক্ষেরা এই উপলক্ষে তাঁহাকে পাঁচ মাস কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং টস্কানির অধীশ্বর এ বিষয়ে হস্তার্পণ না করিলে তাঁহাকে আরও গুরুতর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত।

তিনি প্রথমতঃ কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সভার আদেশানুরূপ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্যার যে যথার্থ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার অনুশীলনে বিরত হইলেন না। পরিশেষে কোপর্নিকসের প্রণালীর সবিস্তর বিবরণ ভূমণ্ডলে প্রচার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন। কিন্তু কুসংস্কারাবিষ্ট বিপক্ষবর্গের বিদ্বেষভয়ে স্পষ্টরূপে আত্মমত ব্যক্ত না করিয়া কৌশল করিয়া তিন জনের

কথোপকথনাত্মক এক গ্রন্থ লিখিলেন তাহাতে প্রথম ব্যক্তি কোপর্নিকসের মত রক্ষা করিতেছে দ্বিতীয় ব্যক্তি টলেমি অথবা অরিষ্টটলের এবং তৃতীয় ব্যক্তি উভয় পক্ষ প্রদর্শিত যুক্তি ও তর্কের এরূপে বলাবল বিবেচনা করিতেছে যে উপস্থিত বিষয় আপাততঃ অনির্ণয়াত্মক বোধ হয় কিন্তু কোপর্নিকসের পক্ষে প্রদর্শিত যুক্তির প্রবলতা বিষয়ে ভ্রান্তি হইবার বিষয় নাই।

গালিলিয় ছষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম কালে সেই গ্রন্থ লইয়া ১৬৩০ খৃঃ অব্দে রোমনগরে গমন করিলেন। লোক সমাজে ঐ মহা সন্দর্ভের অদ্যাপি অতি গৌরব করে। তথায় ধর্ম্মাধ্যক্ষ দিগের অসম্ভাবনীয় অনুগ্রহোদয় সহকারে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অনুমতি পাইলেন। কিন্তু উক্ত পুস্তক রোম ও ফ্লোরেন্স এই উভয় নগরে প্রকাশ হইয়াছে কি না, অমনি অরিষ্টটলের মতাবলম্বিরা এককালে চারি দিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে পিসার দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপক্ষতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। পরিশেষে তাঁহার

গ্রন্থ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সমুদায় প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ, উদাসীনবর্গ ও গণিতজ্ঞগণের উপর ভারার্পণ হইল। তাঁহারা অসন্দিগ্ধ চিত্তে সেই গ্রন্থকে ঘোরতর ধর্ম্মবিপ্লাবক স্থির করিয়া তাঁহাকে রোমনগরে ধর্ম্মসভার অগ্রে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

গালিলিয় তৎকালে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বন্ধু ও প্রতিপোষক দ্বিতীয় কস্মো পরলোক যাত্রা করাতে নিতান্ত নিঃসহায় হইয়াছিলেন। অতএব এই আকস্মিক বিপৎপাত তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল। বিপক্ষেরা বলপ্রকাশ পূর্ব্বক ১৬৩৩ খৃঃ অব্দের শীতকালে তাঁহাকে রোমনগরে প্রেরণ করিল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কয়েক মাস তথায় অবস্থিতির পর বিচারকর্ত্তাদিগের সম্মুখে আনীত হইলে তাঁহারা এই দণ্ড বিধান করিলেন যে তোমাকে আমাদের সম্মুখে আঁঠু পাতিয়া ও ধর্ম্মবেদ স্পর্শ করিয়া কহিতে হইবেক আমি যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি সে সমু

দায় অস্বর্গ্য, অশ্রদ্ধেয়, ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট ও ভ্রান্তিমূলক। গালিলিয় সেই বিষম সময়ে মনের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে না পারিয়া যথোক্তপ্রকারে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু গাত্রোত্থান করিবামাত্র, মানসিক দৃঢ়প্রত্যয়ের বিপরীত কর্ম্ম করিলাম এই বলিয়া, মনোমধ্যে ঘৃণারোষ সংকৃত যৎপরোনাস্তি অনুতাপ উপস্থিত হওয়াতে, পৃথিবীতে পদাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন *E Pur Si Mouve* ইহা এখনও চলিতেছে।

এইরূপে নাস্তিক্য বুদ্ধির পুনঃ সঞ্চার দেখিয়া বিচারকর্ত্তারা এই গুরুতর দণ্ড বিধান করিলেন যাবজ্জীবন কারাগারে থাকিতে হইবেক এবং তিন বৎসর প্রতি সপ্তাহে অনুতাপসূচক সপ্ত স্তুতি পাঠ করিতে হইবেক। আর তাঁহার গ্রন্থ প্রতিষিদ্ধ ও তাঁহার মত একান্ত অশ্রদ্ধিত হইল। এইরূপে গালিলিয়ের প্রতি কারাগারাধিবাসের আদেশ হইলেও কতিপয় বিচারকর্ত্তারা বিবেচনা করিলেন যে তিনি যেরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন তাহাতে এবম্বিধ কঠিন দণ্ড সহ্য করিতে পারি

বেন না। অতএব অনুকম্পাপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁ হাকে নির্ব্বাসিত করিয়া ফ্লোরেনস সন্নিহিত কোন বিশেষ স্থানে অবস্থিতি করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

গালিলিয় তথায় কয়েক বৎসর শিল্পজ্ঞান ও পদার্থ মীমাংসার অন্যান্য শাখার অনুশীলন দ্বারা কালহরণ করিলেন। তৎকালে নেত্ররোগে অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, এক চক্ষুঃ এক বারেই নষ্ট হইয়া যায়, দ্বিতীয়ও প্রায় অকর্ম্মণ্য হয়, তথাপি ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে চন্দ্রের তুলামান প্রকাশ করেন। শেষদশায় তিনি অন্ধতা, বধি রতা, নিদ্রার অভাব ও সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিনী বেদনাতে অত্যন্ত অভিভূত ও বিকল হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মন তৎকাল পর্য্যন্ত অনলস ও কর্ম্মক্ষম ছিল। তিনি ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে স্বয়ং লিখিয়া ছেন "অন্ধ দশাতে আমি একবার বিশ্বরচনা সম্বন্ধ এক বিষয় আর বার আর বিষয় অনুধ্যান করি। আর যত যত্ন করি কোন রূপে চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে পারিতেছি না। চিত্তের

এই সার্ব্বক্ষণিক ব্যামহ দ্বারা আমার একবারেই নিদ্রার উচ্ছেদ হইয়াছে,,।

এই অবস্থাতে ক্রমশঃ ক্ষয়কারি জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া অষ্টসপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৬৪২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার কলেবর ফ্লোরেন্স নগরে সেণ্টাক্রোশ ধর্ম্মালয়ে সমাহিত হইল। অনন্তর ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করা উচিত বিবেচনা করিয়া, তত্রত্য লোকেরা উক্ত স্থানে এক পরমশোভন কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

সর আইজাক নিউটন।

যে বৎসর গালিলিয় কলেবর পরিত্যাগ করেন সেই বৎসরেই আইজাক নিউটনের জন্ম হয়। তিনি লিঙ্কলনসায়রের অন্তঃপাতি কোল্‌টর্স ওয়ার্থ নামক গ্রামে ১৬৪২ খৃঃ অব্দের ২৫এ ডিসেম্বর শরীর পরিগ্রহ করেন। ঐ স্থানে তাঁহার পিতা যৎকিঞ্চিৎ পৈতৃক ভূমি কর্ষণ দ্বারা বৃত্তি সম্পাদন করিতেন। উক্ত মহাত্মা পূর্ব্বগত সুবিখ্যাত কোপর্নিকস ও গালিলিয়ের প্রকাশিত বস্তু সমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমতঃ মাতৃ সন্নিধানে কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গ্রন্থাম

নগরের ব্যাকরণের পাঠশালায় প্রেরিত হন। তথায় শিল্পবিষয়ক নব২ কৌশল প্রকাশ দ্বারা শৈশবকালেই তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধির লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ সকল শিল্পকৌশল দর্শনে তত্রত্য লোক চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পাঠশালার সকল বালকেই অবসর পাইলে খেলায় আসক্ত হইত কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া ঘরট্ট ও অন্যান্য যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করিতেন। এবং একটা পুরাণ বাক্স লইয়া জলের ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কুদণ্ড বাক্স মধ্য হইতে অনবরত বিনির্গত জল বিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্ন কাষ্ঠখণ্ড প্রতিঘাতে পরিচালিত হইত। আর বেলাবোধার্থ তাহাতে এক প্রকৃত শঙ্কুপট্টও ব্যবস্থাপিত ছিল।

নিউটন পাঠশালা হইতে বহির্গত হইলে ইহাই স্থির হইয়াছিল যে অতঃপর তাঁহার কৃষি কর্ম্ম অবলম্বন করাই উচিত। কিন্তু অতি ত্বরায় ব্যক্ত হইল তিনি এরূপ পরিশ্রম সাধ্য ব্যাপারে কোন ক্রমেই সমর্থ নহেন। সর্ব্বদাই এরূপ

দেখা যাইত,যে সময়ে তাঁহার পশুরক্ষণ ও ভৃত্য গণের প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত তখন তিনি নিশ্চিন্তমনে তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিতেন। এবং কৃষিলব্ধ দ্রব্যজাত বিক্রয়ার্থে গ্রন্থামের আপণে প্রেরিত হইলে স্বসমভিব্যাহারি বৃদ্ধ ভৃত্যের উপর সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের ভার সমর্পণ করিয়া পরিশুষ্ক তৃণ রাশির উপরি উপবেশন পূর্ব্বক গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন। জননী তাঁহার বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে এইরূপ স্বাভাবিক অতিপ্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া সমুৎসুকা হইয়া পুনর্ব্বার আর কয়েক মাসের নিমিত্ত তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। এবং ১৬৬০ খৃঃ অব্দের ৫ই জুন তিনি কেম্ব্রিজের ত্রিনীতি বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থি স্বরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

নিউটন পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, সুশীলতা ও অহমিকা শূন্য সদাচরণ দ্বারা, সুবিখ্যাত ধর্ম্মোপদেষ্টা ও গণিত কোবিদ আইজাক বারো ও অন্যান্য অধ্যাপকবর্গের অনুগৃহীত ও সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাভূমি ও প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন।

তিনি কেম্ব্রিজে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ সণ্ডর্সন রচিত ন্যায়শাস্ত্র কেপ্লরপ্রণীত দৃষ্টিবিজ্ঞান ও ওয়ালিস লিখিত অস্থিতপাটীগণিত পাঠ করিলেন। এবং সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে ডেকার্ট রচিত রেখাগণিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন। তৎকালে নক্ষত্র বিদ্যারও কিছু২ চর্চ্চা থাকাতে তাহারও অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি ইউক্লিডের গ্রন্থ অত্যল্পমাত্র পাঠ করেন এবং এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে প্রাচীন গণিতজ্ঞদিগের গ্রন্থ উত্তম রূপে পাঠ করা হয় নাই বলিয়া উত্তর কালে মনস্তাপ করিয়াছিলেন।

নিউটন কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে পদার্থমীমাংসার অন্তর্গত আলোক পদার্থের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থে অত্যন্ত যত্নবান্ হইলেন। ইহার পূর্ব্বে এই বিষয়ে লোকের অত্যল্প জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ডেকার্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে অন্তরিক্ষব্যাপি স্থিতিস্থাপকগুণোপেত অতি বিরল পদার্থ বিশেষের সঞ্চালন বিশেষ দ্বারা আলোকের উৎপত্তি হয়। নিউটন এই মত খণ্ডন করিলেন। তিনি অন্ধকারাবৃত গৃহমধ্যে প্রবেশ

পূর্ব্বক এক বহুকোণক কাচখণ্ড লইয়া কপাটের ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তদুপরি সূর্য্যের কিরণ সংলগ্ন করাইতে লাগিলেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন আলোক কাচের মধ্য দিয়া গমন করিয়া এ প্রকার তিরশ্চীন ও ভঙ্গুর হইয়াছে যে ভিত্তির উপরি ভাগে সপ্তবিধ বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তর অসাধারণ কৌশল পূর্ব্বক অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া এই কয়েক মহোপকারক বিষয় নির্দ্ধারিত করিলেন যে, আলোকপদার্থ কিরণাত্মক, ঐ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া অণু করা যাইতে পারে, আর শুক্ল আলোকের প্রত্যেক কিরণে রক্ত, পীত, নীল, এই তিন বিভিন্নবর্ণ মূলীভূত কিরণ আছে। এই ত্রিবিধ কিরণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক তিরশ্চীন হইয়া থাকে। নিউটনের এই অসাধারণ অভিনব আবিষ্ক্রিয়াকেই দৃষ্টিবিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলসূত্র স্বরূপ গণনা করিতে হইবেক।

১৬৬৫ খৃঃ অব্দে কেম্ব্রিজ নগরে অকস্মাৎ ঘোরতর মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের

সমুদায় ছাত্রকে স্থান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নিউটনও ঐ সময়ে আত্মরক্ষার্থে আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন। তথায় সাধারণ পুস্তকালয়ের অসদ্ভাব প্রযুক্ত ইচ্ছানুরূপ পুস্তক পাঠ করিতে পাইতেন না এবং পণ্ডিতবর্গের অসন্নিধানপ্রযুক্ত শাস্ত্রীয় আলাপেরও সুযোগ ছিল না তথাপি ঐ সময়ে গুরুত্বের নিয়ম অর্থাৎ বস্তুমাত্রের ভূতলাভি মুখে পাতপ্রবণতার বিষয় প্রথম প্রকাশ করিয়া ছিলেন। উক্ত মহত্তর আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা এই অনধ্যায় বৎসর সকল তাঁহার জীবনের শ্লাঘ্যতম ভাগ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় ইতিবৃত্তেরও চিরস্মরণীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এক দিবস তিনি উপবন মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আছেন এমত সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখ বর্ত্তি আতাবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইতে দেখিলেন। তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের পতননিয়ামক সাধারণ নিয়ম বিষয়ক পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর এই বিষয় পুনর্ব্বার আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে কারণানুসারে আতা ভূতলে পতিত হইল সেই

কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থা পিত আছে এবং তাহাই পরমাদ্ভুতশক্তি সহকারে অতি সহজে সমুদায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম প্রকাশিত হইল। এই নিয়মের জ্ঞানদ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার অপেক্ষাকৃত অনেক শ্রীবৃদ্ধিলাভ হইয়াছে।

অনন্তর ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে কেম্ব্রিজে প্রত্যাগমন করিলে নিউটন ত্রিনীতি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। এবং দুই বৎসর পরে তাঁহার বন্ধু ডাক্তর বারো গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ করিলে তাহাতে নিযুক্ত হইলেন। দৃষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল অভিনব মহত্তর নিয়ম প্রকাশ করিয়াছিলেন প্রথমতঃ কিছুকাল সেই বিষয় অবলম্বন করিয়াই অধিকাংশ উপদেশ প্রদান করেন। আর আলোক ও বর্ণবিষয়ে সম্পূর্ণরূপ জ্ঞান থাকাতে আপনার নূতন মত এমত পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে শ্রোতৃবর্গেরা সন্তুষ্ট চিত্তে ভূরি২ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৬৭১ খৃঃ অব্দে রএল সোসাইটী নামক সমাজের ফেলো অর্থাৎ সহযোগী হইলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট আছে অন্যান্য সহযোগির ন্যায় সভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রতি সপ্তাহে রীতিমত এক২ সিলিং দিতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা অদানের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। যেহেতু তৎকালে তাঁহার বিদ্যালয়ের বৃত্তি ও অধ্যাপকতার বেতন এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কোন প্রকার অর্থাগম ছিল না। আর পৈতৃক বিষয় হইতে যে কিছু২ উৎপন্ন হইত তাহা তাঁহার জননী ও অন্যান্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনেই পর্য্যবসিত হইত। তাঁহার ভোগতৃষ্ণা এত অল্প ছিল যে আবশ্যক পুস্তকেরও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ক্রয় সম্পাদন এবং অন্যের দারিদ্র দুঃখ বিমোচন এতদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে অর্থাভাব জন্য ক্ষুণ্নমনা হইতেন না।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দে তিনি প্রিন্সিপিয়া নামক অতি প্রধান পুস্তক রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে গণিত শাস্ত্রানুসারে পদার্থ মীমাংসার মীমাংসা করা হইয়াছে। যে ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে রাজবিপ্লব হয়

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিরূপ হইয়া পার্লি মেণ্ট নামক সমাজে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিল। এবং ১৭০১ খৃঃ অব্দেও ঐ মর্য্যাদার পদ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির যথার্থ উপকার ও পুরস্কার করিবার ক্ষমতা ছিল নিউটনের অসা ধারণ গুণ তাঁহাদের গোচর হওয়াতে তিনি টঙ্ক শালার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। সূক্ষ্মানু সূক্ষ্ম অনুসন্ধান বিষয়ে অত্যন্ত সহিষ্ণুতা ও সবি শেষ নৈপুণ্য থাকাতে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষায় ঐ পদের উপযুক্ত ছিলেন। এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বত্র সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরিশেষে নিউটন বহুতর প্রশংসা ও পুর স্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। লিবনিজ্ নামক এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিউটনের নব নব আ বিষ্ক্রিয়া নিবন্ধন অসাধারণ সম্মান দর্শনে ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া তদ্ব্যাঘাত বাসনায় তাঁহার নিকট এক প্রশ্ন প্রেরণ করেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন নিউটন কোন রূপেই ইহার

সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না। তাহা হইলেই আমার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবেক। নিউটন টঙ্কশালার সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সায়ং কালে ঐ প্রশ্ন পাইলেন এবং শয়নের পূর্ব্বেই তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলেন। তৎপরে আর কোন ব্যক্তিই কখন নিউটনের কীর্ত্তি বিলোপের চেষ্টা করেন নাই। ১৭০৫ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী এন, মানবর্দ্ধনার্থে, তাঁহাকে নাইট উপাধি প্রদান করেন।

নিউটন উদারপ্রকৃতি প্রযুক্ত সামান্য২ লৌকিক ব্যাপারে ও বিশেষ অবহিত ছিলেন। সর্ব্বদা আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাত্ করিতে যাইতেন এবং তাঁহারাও আসিলে সমুচিত সমাদর করিতেন। কথোপকথন কালে আত্মপ্রাধান্য প্রখ্যাপন করিতেন না। স্বভাবতঃ সুশীল সরল ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন এই নিমিত্ত সকল ব্যক্তিই তাঁহার সহবাস বাসনা করিতেন এবং তাহাতে তাঁহার মহার্ঘ সময়ের অপক্ষয় হইলেও কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তভাব প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের নিয়ম এবং বিশেষ২ কার্য্যে বিশেষ ২ সময়

নিয়োজিত থাকাতে অধ্যয়ন ও রচনার নিমিত্ত সময়াল্পতানিবন্ধন কোন ক্ষোভ থাকিত না। তিনি অবসর পাইলেই হস্তে লেখনী ও সম্মুখে পুস্তক লইয়া বসিতেন।

নিউটন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন এবং কহিতেন যাহারা জীবদ্দশায় দান না করে তাহাদের দান দানই নয়। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার অদ্ভুত ধীসম্পত্তির কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই। আর সার্ব্বকালিক প্রফুল্লচিত্ততা নিয়তাহারতা ও স্বাভাবিক শরীরপটুতা প্রযুক্ত জরা তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। তিনি নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব ও কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার নয়নে সজীবতা তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। সামান্যতঃ তাঁহার আকৃতি সজীবতা ও দয়ালুতাতে পরিপূর্ণ বোধ হইত। অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল। আর কেশ সকল শেষ বয়সে তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছিল। চরম দশাতে তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য দৈহিক যাতনা ঘটিয়াছিল কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতা প্রভাবে তাহাতে নিতান্ত কাতর হয়েন নাই

অনন্তর ১৭২৭ খৃঃ অব্দের ২০এ মার্চ্চ চতুরশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

নিউটনের চরিত্র সাধারণ লোকের ন্যায় বর্ণনীয় ও বিচারসহ হইতে পারেনা। উহা এমত সুন্দর যে চরিতাখ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে ২ পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়। এবং যে উপায়ে তিনি মনুষ্য মণ্ডলী মধ্যে অবিসম্বাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা পর্য্যালোচনা করিলে মহোপকার ও যথার্থলাভ হইতে পারে। নিউটন অত্যুৎকৃষ্ট বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন কিন্তু তদপেক্ষায় ন্যূন বুদ্ধিরাও তদীয় জীবনবৃত্তপাঠে উপকার ও পদেং উপদেশ লাভ করিতে পারে। তিনি অলৌকিক বুদ্ধি শক্তি প্রভাবে গ্রহগণের গতি, ধূমকেতুদিগের কক্ষ এবং সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তিই আলোক ও বর্ণ এই দুই পদার্থের স্বরূপ কিছু মাত্র জানিত না কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে তদুভয়ের তত্ত্বনির্ণয় করিয়াছেন এবং সাতিশয় পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে অদ্ভুত বিশ্বরচনার যথার্থ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর তাঁহার

সমুদায় গবেষণা দ্বারাই সৃষ্টি কর্ত্তার মহিমা প্রজ্ঞা ও অনুকম্পা প্রকাশ পাইয়াছে।

এইরূপ লোকোত্তর বুদ্ধি বিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও তিনি স্বভাবতঃ এমত বিনীত ছিলেন যে আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্রও অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক আছে যে আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি কিন্তু জ্ঞান মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

সর উইলিয়ম হর্শেল

কোপর্নিকসের পরলোকযাত্রার পর টাইকো ব্রেহি, কেপ্লর, হিগিনস, নিউটন, হেলি, ডিলাইল, লেলণ্ড, ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদগণের প্রযত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্যায় ক্রমে২ উন্নতি হইয়া আসিতেছিল পরে হর্শেলের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা উক্ত বিদ্যার এককালে ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি লাভ হয়। এক্ষণে আমরা সেই চিরস্মরণীয় মহানুর্ভাবের জীববৃত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

উইলিয়ম হর্শেল ১৭৩৮ খৃঃ অব্দের ১৫ ই নবেম্বর হানোবরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চারি সহোদরের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পিতা বাদ্যকর ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন

সুতরাং তাঁহারাও চারি সহোদরে উত্তরকালে ঐ ব্যবসায়ে ব্রতী হইবার নিমিত্ত তাহাতেই শিক্ষিত হয়েন। হর্শেলের অল্প বয়সেই বিদ্যানুশীলনবিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ প্রকাশ হওয়াতে পিতা তাঁহার নিমিত্ত এক শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার নিকট ন্যায় নীতি ও অধিকল্প তত্ত্ববিবেক বিষয়ক প্রথমপাঠ্য গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া উক্ত বিদ্যাবিষয়ে এক প্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু পিতা মাতার অসঙ্গতি ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত তাঁহার বিদ্যানুশীলনের ব্যাঘাত জন্মিল। তৎপরে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হানোবরীয় রক্ষিসৈন্যদলসম্বন্ধ বাদ্যকর সম্প্রদায়ে নিয়োজিত হইলেন। এবং ১৭৫৭ অথবা ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে তৎসমভিব্যাহারে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার পিতাও সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন পরে কতিপয় মাসান্তে স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু হর্শেল গ্রেট ব্রিটেনে থাকিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত পিতার সম্মতি ক্রমে তথায় অবস্থিতি

করিতে লাগিলেন। অনেকানেক ধীমম্ভূত বৈদেশিকেরা ঐস্থানে বাস্তব্য করিয়া থাকেন।

হর্শেল কোন সময়ে ও কি প্রকারে উক্ত সৈন্য সম্বন্ধ সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন আমরা তাহা অবগত নহি। তিনি প্রথমতঃ কিয়ৎ কাল দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরায় কালযাপন করিয়া ছিলেন এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় বিশিষ্টরূপ জ্ঞান না থাকাতেও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। পরিশেষে সৌভাগ্য বশতঃ ডার্লিংটনের অরলের অনুগ্রহোদয় হওয়াতে তিনি তাঁহাকে এক সৈনিক বাদ্যকর সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতা ও উপদেশকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ঐ সম্প্রদায় ডরহামের সৈন্যদলে সংশ্লিষ্ট হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিল। পরে এই কর্ম্ম সমাধান করিয়া ইয়র্কনগরে তূর্য্যাচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কতিপয় বৎসর অতিবাহন করিলেন। তিনি প্রধান২ নগরে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন। এবং ধর্ম্মালয়সম্বন্ধীয় তূর্য্যাজীব সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি হইয়া তদীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই কর্ম্মে ধর্ম্মান

জাতীয়েরা বিশেষ নিপুণ যেহেতু তাঁহারা বাদ্য বিদ্যায় বিশেষ অনুরক্ত।

যাহা হউক তিনি এবম্বিধ অনিন্দিত পদবী অবলম্বন করিয়া অর্থচিন্তায় একান্ত ব্যাসক্ত হইয়াও আর২ চিন্তা একবারেই পরিত্যাগ করেন নাই; বিষয় কর্ম্মে অবসর পাইলেই একচিত্ত হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে ইঙ্গরেজী ও ইটালিক ভাষার অনুশীলন এবং বিনা সাহায্যে লাটিন ও কিঞ্চিৎ২ গ্রীক ভাষা অভ্যাস করিতেন। তৎকালে তিনি এই মুখ্য অভিপ্রায়েই উক্ত সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন করিতেন যে উহা নিজ ব্যাবসায়িকী বিদ্যার আলোচনা বিষয়ে বিশেষ উপযোগিনী হইবেক এবং উত্তর কালেও এই উদ্দেশেই ডাক্তর রবর্ট স্মিথ রচিত "টি্‌টিস্ অন্ হার্ম্মোনিক্স,, নামক তূর্য্যবিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন সন্দেহ নাই। তৎকালে ইঙ্গরেজী ভাষাতে তূর্য্য বিদ্যা বিষয়ে যত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল ইহা তাহার মধ্যে এক অতি প্রগাঢ় গ্রন্থ।

কিন্তু এই পুস্তকের অনুশীলন অনতিবিলম্বে

তাঁহার বর্ত্তমান ব্যবসায় পরিত্যাগের এবং কল্পান্তস্থায়ি কীর্ত্তিহেতুভূত ব্যবসায়ান্তরাবলম্বনের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন গণিত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন না হইলে ডাক্তর স্মিথের গ্রন্থের তাৎপর্য্য গ্রহ করিতে পারিবনা। অতএব স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ ও অধ্যবসায় সহকারে এই নূতন বিদ্যানুশীলনে নিবিষ্টমনা হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাতে এমত আসক্ত হইয়া উঠিলেন যে অবসর পাইলে অন্যান্য যে২ বিষয়ের আলোচনা করিতেন সে সমুদায় এই অনুরোধে এক বারেই পরিত্যক্ত হইল।

ইতিপূর্ব্বে হর্শেল বেট্স নামক এক ব্যক্তির নিকট বিশিষ্টরূপ পরিচিত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার প্রযত্ন ও আনুকূল্যে ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে হালিফাক্সের ধর্ম্মালয়ে তূর্য্যাজীবের পদে নিযুক্ত হইলেন। পরবৎসর সামান্যরূপ বাদ্যকর্ম্মের অনুরোধে জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত বাথ নামক নগরে গমন করিয়া অসাধারণ বাদ্য নৈপুণ্য প্রকাশ দ্বারা পরম পরিতোষ প্রদান করাতে সেই নগরের "অক্টেগন চ্যাপল,,

নামক ধর্মালয়ে তূর্য্যাজীবের পদ প্রাপ্ত হই লেন। তদবধি সেই স্থানে গিয়া অবস্থিতি করি লেন।

তিনি এক্ষণে যে পদে নিযুক্ত হইলেন তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। এতদ্ব্যতিরিক্ত রঙ্গভূমি ও অন্যান্য স্থানে বাদ্যপ্রয়োগ এবং শিষ্য ম গুলী শিক্ষা প্রদানাদির উত্তম রূপ অবকাশ ও সুযোগ ছিল। অতএব অর্থোপার্জ্জন যদি তাঁ হার মুখ্য অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে অবল ম্বিত ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ সঙ্গতি করিতে পারি তেন। এইরূপে কর্ম্মের বাহুল্য হইলেও বিদ্যা নুশীলন বিষয়ে তাঁহার যে গাঢতর অনুরাগ ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যতিক্রম হইল না। প্রত্যহ বাদ্য বিষয়ে ক্রমাগত দ্বাদশ অথবা চতু র্দ্দশ ঘটিকা পরিশ্রম করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইতেন কিন্তু তৎপরে এক মুহূর্ত্ত ও বিশ্রাম না করিয়া পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র গণিত বিদ্যার অনু শীলন আরম্ভ করিতেন।

এই রূপে ক্রমে ক্রমে রেখাগণিতে ব্যুৎ পন্ন হইয়া উঠিলেন এবং তখন আপনাকে

পদার্থবিদ্যার গণিতোপজীবিনী বিবিধ শাখার অনুশীলনের উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। তাহার মধ্যে জ্যোতিষ ও দৃষ্টি বিজ্ঞান এই পরস্পর সম্বন্ধ শাখাদ্বয়ে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ জন্মে। ঐ সময়ে জ্যোতিষসংক্রান্ত কতিপয় অভিনব আবিষ্ক্রিয়া দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে অত্যন্ত কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইল। তদনুসারে তিনি অবকাশ কালে উক্ত বিদ্যাবিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন।

গ্রহমণ্ডলীবিষয়ক যে যে অদ্ভুত ব্যাপার পাঠ করিয়াছিলেন সে সমস্ত স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত কোন প্রতিবেশবাসির সন্নিধান হইতে দ্বিপাদপ্রমিত গ্রিগরীয় দূরবীক্ষণ চাহিয়া আনিলেন। তদ্দর্শনে অপরিসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া ক্রয় করিবার বাসনায় অবিলম্বে লণ্ডন হইতে তদপেক্ষায় অধিকায়ত একটা আনাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিনি যত অনুমান করিয়াছিলেন ও যত দিবার সঙ্গতি ছিল তাহার মূল্য তদপেক্ষায় সমধিক হওয়াতে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভপ্রাপ্ত হইলেন। ক্ষোভ পাইলেন

বটে কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না — তৎক্ষণাৎ সেই অক্রেয় দূরবীক্ষণের তুল্যাবলে দূরবীক্ষণা স্তর নির্ম্মাণ স্বহস্তেই আরম্ভ করিলেন। এই বিষয়ে বারম্বার বিফল প্রযত্ন হইয়াও তিনি পরি শেষে চরিতার্থতা লাভ করিলেন। যেহেতু ঐ যত্ন বৈফল্য দ্বারা তাঁহার উৎসাহের উত্তেজনাই হইত।

যে পথে হর্শেলের প্রতিভা দেদীপ্যমান হই য়েক একক্ষণে তিনি সেই পথের পথিক হইলেন। ১৭৭৪খৃঃ অব্দে তিনি স্বহস্ত নির্ম্মিত পাঞ্চপাদিক নিউটনীয় প্রতিফলাত্মক দূরবীক্ষণ দ্বারা শনৈ শ্চর গ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ ও জ্যোতিষ সংক্রান্ত আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে যে এতাবতী সাধী য়সী সিদ্ধি পরম্পরা ঘটিয়াছে এই তার সূত্রপাত হইল। একক্ষণে শাস্ত্রানুশীলন বিষয়ে পূর্ব্বাপে ক্ষার অধিকতর অনুরাগ সম্পন্ন হইয়া সমধিক সময় লাভ বাসনায় অর্থলাভ প্রতিরোধ স্বীকার করিয়াও স্বীয় ব্যাবসায়িক কর্ম্ম ও শিষ্য সংখ্যার ক্রমে২ সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন এবং প্রথমে

যাদৃশ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন অবকাশ কালে ব্যাপারান্তরবিরহিত হইয়া তদপেক্ষায় অধিকশক্তিক যন্ত্রনির্ম্মাণে ব্যাপৃত রহিলেন। এইরূপে অচির কালের মধ্যেই সপ্ত, দশ ও বিংশতি পাদ আদিশূয়িক ব্যবধি বিশিষ্ট কতিপয় দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইল।

এই সকল যন্ত্রের মুকুর নির্ম্মাণে তিনি অক্লিষ্ট অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন। সাপ্তপাদিক দূরবীক্ষণের জন্যে মনোমত একখানি মুকুর প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অন্যূন দুই শত খান গঠন ও একে২ তৎপরীক্ষণ অবিরক্ত চিত্তে করিয়াছিলেন। যখন তিনি মুকুর নির্ম্মাণে বসিতেন ক্রমাগত দ্বাদশ অথবা চতুর্দ্দশ ঘটিকা পরিশ্রম করিতেন, তন্মধ্যে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও তাহা হইতে বিরত হইতেন না। অন্য কথা দূরে থাকুক আহারানুরোধেও প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে হস্তোত্তোলন করিতেন না। ঐ কালে তাঁহার সহোদরা যৎকিঞ্চিৎ যাহা মুখে তুলিয়া দিতেন তন্মাত্রই ভোজন হইত। তিনি মুকুর নির্ম্মাণ বিষয়ে প্রচলিত নিয়মের নিতান্ত অনুবর্ত্তী না হইয়া

স্বীয় বুদ্ধিকৌশল দ্বারাই অধিকাংশ সম্পাদন করিতেন। আর তাঁহার মনে মনে এইরূপ আশঙ্কা ছিল যে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া মধ্যে ক্ষণ মাত্রও ভঙ্গ দিলে সম্যক্ সমাধানের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে।

হর্শেল ১৭৮১ খৃঃ অব্দের ১৩ই মার্চ্চে যে নূতন গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া করেন বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা তদ্দ্বারাই জনসমাজে সমধিক বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ক্রমাগত দেড় বৎসর রীতিমত নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। দৈবযোগে উল্লিখিত দিবসের সায়ং সময়ে সেই স্বহস্তবিনির্ম্মিত অত্যুৎকৃষ্ট সাপ্তপাদিক প্রতিফলাত্মক দূরবীক্ষণ নভোমণ্ডলৈকদেশে প্রয়োগ করিয়া এক নক্ষত্র অবলোকন করিলেন। বোধ হইল তৎসন্নিহিত সমুদায় অপেক্ষা তাহার প্রভা স্থিরতর। উক্ত হেতুপ্রযুক্ত ও তদীয় আকারগত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য দর্শনে সংশয়ান হইয়া তদ্বিষয়ে সবিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন। কতিপয় ঘটিকানন্তর পুনর্ব্বার পর্য্যবেক্ষণ করাতে, উহা স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে ইহা

স্পষ্ট অনুভব করিয়া তিনি সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; এই বিষয় পর দিন আরো নিশ্চয়াত্মক হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ তাঁহার অন্তঃকরণে এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে পূর্ব্বে ২ বারে যাহা দেখিয়াছি ইহা সেই নক্ষত্র কি না। কিন্তু ক্রমাগত আর কয়েক দিবস পর্য্যবেক্ষণ করাতে তদ্বিষয়ক সমুদায় দ্বৈধ অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর এই সমুদায় ব্যাপার রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদ ডাক্তর মাস্কিলিনের গোচর করিলেন। তিনি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন "ইহা নূতন ধূমকেতু না হইয়া যায় না,,। কিন্তু আর কয়েক মাস ক্রমিক পর্য্যবেক্ষণ করাতে এই ভ্রান্তি নিরাকৃত হইল। এবং তখন সুস্পষ্ট বোধ হইল যে ইহা অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব এক নূতন গ্রহ। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী যে সৌর জগতের অন্তর্গত এই নূতন জগৎ ও তদন্তর্ব্বর্ত্তি। বর্ত্তমান ইংলণ্ডেশ্বরের মর্য্যাদা নিমিত্ত তদীয় নামানুসারে হর্শেল ইহার নাম "জর্জিয়ম্ সাইডস্,, অর্থাৎ জর্জ নক্ষত্র রাখিলেন। কিন্তু ইউরোপের

প্রদেশান্তরীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহার "ইয়ুরেনস" ও আবিষ্করের নামানুসারে "হর্শেল," এই দুই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদনন্তর তিনি ক্রমে ২ স্বাবিষ্কৃত নূতন গ্রহের ছয় পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ চন্দ্র প্রকাশ করিলেন।

জর্জিয়ন সাইডসের আবিষ্ক্রিয়া বার্ত্তা প্রচার হইবাতে হর্শেলের নাম একবারে জগদ্বিখ্যাত হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই ইংলণ্ডেশ্বর এই অভিপ্রায়ে তাঁহার বার্ষিক ত্রিশহস্র মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন যে তিনি বাথ নগরীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। হর্শেল তদনুসারে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উইণ্ডসর সন্নিহিত স্লো নামক স্থানে অবস্থিতি নিরূপণ করিলেন। অতঃপর অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া কেবল পদার্থ বিদ্যার অনুশীলনেই রত হইলেন। বাস্তবিকও ক্রমাগত দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ ও নভোমণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই জীবনের শেষ ভাগ যাপন করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে যে নূতন গ্রহের আবিষ্ক্রিয়ার নির্দ্দেশ করিয়া আসিলাম তদ্ব্যতিরিক্ত নানাবিধ মহোপ

স্কারক অভিনব আবিষ্ক্রিয়া এবং অতর্কিতপূর্ব্ব বহুবিধ নিপুণতর প্রগাঢ় কল্পনা দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যা জ্ঞানের বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এস্থলে সে সমুদয় সবিস্তর লিখিতে পারি না; তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষায় অধিকায়ত ও অধিকশক্তিক প্রতিফলাত্মক দূরবীক্ষণনির্ম্মাণ বিষয়ে অবিরত রত ছিলেন এবং তদ্ভিন্ন উক্ত বিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে কতিপয় মহোপকারক সুধারা প্রদর্শন করেন। তিনি স্লো নামক স্থানে ইংলণ্ডেশ্বরের নিমিত্ত যে চত্বারিংশৎপাদ দীর্ঘ এক দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের শেষে এই অতিবৃহৎ নল নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন পরে, ১৭৮৯, ২৮এ আগষ্ট এক যন্ত্রোপরি সন্নিবেশিত ও কার্য্যোপযোগী হয়। ঐ যন্ত্র অতিশয় জটিল বটে কিন্তু প্রগাঢ়তর বুদ্ধি কৌশলে সম্পাদিত। উহা দ্বারা ঐ নলের সঞ্চালনাদিক্রিয়া নিয়মিত হইত। শনৈশ্চরের ষষ্ঠ পারিপার্শ্বিক বলিয়া যাহাকে সকলে অনুমান করিত সন্নিবেশ দিবলেই ঐ যন্ত্র দ্বারা তাহা পরিগৃহীত হইল। কিয়দ্দিনান্তর ঐ যন্ত্রদ্বারা

সপ্তম পারিপার্শ্বিক ও আবিষ্কৃত হয়। এক্ষণে ঐ যন্ত্র স্বস্থান হইতে অপসারিত হইয়াছে এবং তৎ পরিবর্ত্তে হর্শেলের সুবিখ্যাত পুত্রের হস্তবিনির্ম্মিত অত্যুৎকৃষ্ট অন্য এক যন্ত্র তথায় স্থাপন করা গিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে পূর্ব্ব যন্ত্রের অর্দ্ধেকের অধিক হইবেক না।

এই প্রধান জ্যোতির্জ্ঞের স্বাভিলষিত বিদ্যালোচনা বিষয়ে এমত অসাধারণ অনুরাগ ছিল যে অনেক বৎসরপর্য্যন্ত নক্ষত্রদর্শনযোগ্য কালে কখনই শয্যারূঢ় থাকিতেন না। সকল ঋতুতেই রজনীতে নিজ উদ্যানে অনাবৃত প্রদেশে সর্ব্বদাই প্রায় একাকী অবস্থিত হইয়া সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ সমাধান করেন। এই সমস্ত গবেষণা দ্বারা দূরতরবর্ত্তি নক্ষত্রসমূহের ভাব অবগত হইয়া তদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ স্বাভিপ্রায় সহিত পত্রারূঢ় করিয়া প্রকাশ করেন। এবং ১৮০২ খৃঃ অব্দে পাঁচ সহস্র অভিনব নীহারিকা, নৈহারিক নক্ষত্রপুঞ্জ গ্রহনীহারিকা ও বহু সংখ্যাত নক্ষত্রস্তবক এই সমুদায়ের এক বিবরণ পত্র "রয়েল সোসাইটী" নামক সমাজে সমর্পণ করেন। এইরূপে তিনি

অপরিচ্ছিন্ন গবেষণা ক্ষেত্র অপাবৃত করিয়াছেন এবং বিশ্ব সংসারকে এইলোকোত্তর বস্তুতত্ত্ব অধিগত করাইয়াছেন যে, চক্ষুঃসামান্যের অগোচর অতিদূরতর স্থানে কোটিং জ্যোতিঃপদার্থ আছে তাহারা স্ব স্ব নির্দ্ধারিত স্থানে থাকিয়া অলক্ষিত অসংখ্যাত গ্রহ মণ্ডলীর সম্বন্ধে প্রত্যেকে এক২ সূর্য্যের কার্য্য করিতেছে।

হর্শেল এই সকল মহীয়সী আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা তৎকালজীবি অতি প্রধান২ জ্যোতির্জ্জবর্গের মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন এবং পণ্ডিত সমাজে ও রাজসন্নিধানে যথেষ্ট মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে তৎকালে রাজপ্রতিনিধি যুবরাজ চতুর্থ জর্জ তাঁহাকে হানোবরীয়, ও গোলফীয়, নাইট উপাধি প্রদান করেন। হর্শেল প্রথমে সেনাসম্পর্কীয় বাদ্যকর সম্প্রদায় নিযুক্ত এক দরিদ্র বালক মাত্র ছিলেন এক্ষণে ইংলণ্ডীয় জাতির বহুমঙ্গলহেতুভূত জ্যোতিষ বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধিবিষয়ে দীর্ঘকালপর্য্যন্ত গরীয়সী আয়াসপরম্পরা স্বীকার করাতে এই রূপে পুরস্কৃত হইলেন। হর্শেল অতঃপর সর উইলিয়মও মৃত্যুর কতিপয় বৎসর

পর্য্যন্ত পর্য্যন্তও জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে ক্ষান্ত হয়েন নাই। অনন্তর ১৮২২ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে ত্র্যশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লোকযাত্রা সম্বরণ করিলেন। তিনি যথেষ্ট বয়স ও যথেষ্ট মান প্রাপ্ত হইয়া পরিবারের নিমিত্ত অপ্রমিত সম্পত্তি রাখিয়া তনুত্যাগ করিয়াছেন। ঐ পরিবার তদীয় ধীসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

হুগো গ্রোশ্যস।

হলণ্ড দেশ সম্ভূত বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে হুগো গ্রুটি (লাটিন ভাষানুসারে গ্রোশ্যস্) এক জন অতি প্রধান লোক ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার প্রাদুর্ভাব হয়। তিনি যে অপ্রমিত প্রগাঢ় বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্ম ও লোক যাত্রা বিষয়ক স্বাতন্ত্র্য সংস্থাপনে ব্যগ্র হইয়া যে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত মহীয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

গ্রোশ্যস ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে ডেল্‌ফট নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি অসাধারণ বিদ্যোপার্জন দ্বারা অত্যন্ত খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অষ্ট বর্ষ বয়ঃক্রম কালে

লাটিন ভাষাতে করুণরসাশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র২ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসরের সময় পণ্ডিত সমাজে গণিত, ধর্ম্ম সংহিতা ও দর্শন শাস্ত্রের পূর্ব্ব পক্ষ সমর্থন করিতে পারিতেন। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে হলণ্ডীয় মণ্ডল সমূহের দূত বর্নিবেল্ডের সম ভিব্যাহারে পারিস রাজধানী গমন করেন। তথায় বুদ্ধিনৈপুণ্য ও সুশীলতা দ্বারা ফ্রান্সের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ চতুর্থ হেনরির নিকট ভূয়সী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন। এবং সর্ব্বত্রই অদ্ভূত পদার্থ বলিয়া পরিগণিত ও প্রশংসিত হইয়াছিলেন। হলণ্ড প্রত্যাগমনের পর ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। এবং সতর বৎসরের অধিক নয় এমত বয়সে ধর্ম্মাধিকরণে প্রথম বারই এমত অসাধারণ রূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন যে তদ্দ্বারা অতিপ্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং অল্পকাল পরেই প্রধান ব্যবহারাজীবের পদে অধিরূঢ় হইলেন।

বীরনগরের অধ্যক্ষের মেরি রিজর্সবর্গনাম্নী এক কন্যা ছিল। গ্রোশ্যস ১৬০৮খৃঃঅব্দে ঐকামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণী রমণীয় গুণ

গ্রাম দ্বারা গ্রোশ্যমের যোগ্য ছিলেন এবং গ্রোশ্যমের সহধর্ম্মিণী হওয়াতেই তাঁহার গুণের সমুচিত সমাদর হইয়াছিল। কি সম্পত্তি কি বিপত্তি সকল সময়েই তাঁহারা পরস্পর অবিচলিত সদ্ভাব ও যৎপরোনাস্তি প্রণয়ে কালযাপন করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই দৃষ্ট হইবেক যে নিগৃহীত স্বামির ক্লেশ শান্তি বিষয়ে ঐ পতিপ্রাণা রমণীর ঐকান্তিক প্রণয়ের কি পর্য্যন্ত উপযোগিতা হইয়াছিল।

গ্রোশ্যম অত্যন্ত কুৎসিত সময়ে ভূমণ্ডলে আসিয়াছিলেন। ঐ কালে জনসমাজ ধর্ম্ম ও দণ্ডনীতি বিষয়ক বিষম বিসম্বাদ দ্বারা সাতিশয় বিসঙ্কুল ছিল। মনুষ্যমাত্রেই ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিবাদে উন্মত্ত এবং খৃষ্টোপদিষ্ট দয়া দাক্ষিণ্য ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের ঔদ্ধত্য ও কলহপ্রিয়তা দ্বারা একান্ত বিলুপ্ত। গ্রোশ্যম আর্ম্মিনিয় সম্প্রদায়িক ও সাধারণতন্ত্র পক্ষীয় ছিলেন। এবং স্বীয় ব্যাবসায়িক কার্য্যোপলক্ষে ত্বরায় এমত বিবাদ বাগুরাতে পতিত হইলেন যে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। তাঁহার তুল্যমতাবলম্বী পূর্ব্ব সহায়

বর্নিবেলট ধৃত ও ধর্ম্মাধিকরণে নীত হইলে তিনি স্বীয় লেখনী ও বাগ্মিতা দ্বারা তাঁহার যথোচিত সহায়তা করেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল। ১৬১৯ খৃঃ অব্দে অভি দ্রোহাভিযোগে বর্নিবেলটের প্রাণ দণ্ড হইল এবং তদীয় বন্ধু গ্রোশ্যস দক্ষিণ হলণ্ডের অন্তঃপাতি লোবিষ্টিনের দুর্গ মধ্যে যাবজ্জীবন কারা নিরুদ্ধ হইলেন। এইরূপ দারুণ অবিচারের পর তাঁহার সর্ব্বস্বও হৃত হইল।

বিচারন্তের পূর্ব্বে গ্রোশ্যস কোন সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী তৎসন্দর্শনার্থ সাতিশয় উৎসুকা হইয়াও কোন ক্রমে তাঁহার নিকটে যাইতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার দণ্ড বিধানের পর কারাধিবাসসহচরী হইবার প্রার্থনায় ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আবেদন করিয়া তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। গ্রোশ্যস তাঁহার এইরূপ অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ দর্শনে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া এক স্বরচিত লাটিন কাব্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়াছেন এবং তাঁহার সন্নিধানাবস্থানকে

কারাবাস ক্লেশ স্বপ্ন অদ্ভুতমনে স্বর্গ্য করোদ্ধ স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

সমুদায় মণ্ডলের লোকেরা গ্রোশ্যসের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহার্থ আনুকূল্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পত্নী সমুচিত গর্ব্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক উত্তর দিলেন আমার যাহা সংস্থান আছে তদ্দারাই তাঁহার আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিব, অন্যের আনুকূল্য আবশ্যক নাই। তিনি স্ত্রীজাতিসুলভ বৃথা শোক পরবশ না হইয়া সাধ্যানুসারে পতিকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন এবং গ্রোশ্যসের অধ্যয়নানুরাগও এক বিলক্ষণ বিনোদনোপায় হইয়াছিল। বস্তুতঃ গুণবতীভার্য্যাসহায় ও প্রশস্ত পুস্তক মণ্ডলী পরিবৃত ব্যক্তির সাংসারিক সঙ্কটে বিষণ্ণ হইবার বিষয় কি। তথাহি, গ্রোশ্যস যাবজ্জীবন কারাবাসরূপ দণ্ডে নিগৃহীত হইয়াও তথায় অভিমত অধ্যয়ন দ্বারা প্রফুল্ল চিত্তে কাল যাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার পত্নী তদীয় উদ্ধার সাধনে একান্ত অধ্যবসায়িনী ছিলেন। যাঁহারা অসন্দিগ্ধ

ছিলে তাঁহাকে পতিসমভিব্যাহারে কারাগারে বাস করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন. বোধ হয়, পতি প্রাণা কামিনীর বুদ্ধিকৌশলে ও উদ্যোগে কি পর্য্যন্ত কার্য্য সাধন হইতে পারে তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তিনি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও এই অভিলষিত সমাধানের উপায় চিন্তনে বিরতা হয়েন নাই এবং যদ্দ্বারা এতদ্বিষয়ের আনুকূল্য হইবার সম্ভাবনা এতাদৃশ ব্যাপার উপস্থিত হইলে তদ্বিষয়ে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করিতেন না।

গ্রোশাস সন্নিহিত নগরবর্ত্তি বন্ধু বর্গের নিকট হইতে পাঠার্থ পুস্তকানয়নের অনুমতি পাইয়াছিলেন। পাঠসমাপ্তির পর সেই পুস্তক সকল করণ্ডকমধ্যগত করিয়া প্রতি প্রেরিত হইত। ঐ সমভিব্যাহারে তাঁহার মলিন বস্ত্রও ক্ষালনার্থে রজকীর আলয়ে যাইত। প্রথমতঃ রক্ষকেরা ক্রমং করিয়া ঐ করণ্ডকের বিষয়ে অনুসন্ধান করিত কিন্তু কোন বারেই সন্দেহোদ্বোধক বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে ক্রমে২ শিথিল প্রযত্ন হয়। গ্রোশ্যসের পত্নী রক্ষিগণের ক্রমে২

এইরূপ অযত্ন প্রাদুর্ভাব দেখিয়া পতিকে সেই করণ্ডক মধ্যগত করিয়া স্থানান্তরিত করিবার উপায় কল্পনা করিতে লাগিলেন। বায়ু প্রবেশার্থে তাহাতে কতিপয় ছিদ্র প্রস্তুত করিলেন এবং গ্রোশ্যস্ এইরূপ সংক্ষিপ্ত স্থানের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন ইহাও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক দিবস দুর্গাধ্যক্ষের অনবধানরূপ সুযোগ দেখিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন আমার স্বামী অত্যধিক অধ্যয়নদ্বারা শরীর পাত করিতেছেন অতএব আমি রাশীকৃত সমুদায় পুস্তক এককালে ফিরিয়া দিতে বাসনা করি।

এইরূপ প্রার্থনাদ্বারা তাঁহার সম্মতি লাভ হইলে নিরূপিত সময়ে গ্রোশ্যস করণ্ডকমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর দুই জন সৈনিকপুরুষ অধিরোহণী দ্বারা অতিকষ্টে করণ্ডক অবতীর্ণ করিল। ঐ করণ্ডক সমধিকভারাক্রান্ত দেখিয়া তাহাদিগের অন্যতর পরিহাস পূর্ব্বক কহিল ভাই ইহার ভিতরে অবশ্যই এক জন আরমিনিয় আছে। গ্রোশ্যসের পত্নী অব্যাকুল চিত্তে উত্তর

করিলেন যে। ইহার মধ্যে কতক গুলি আরমি নিয়ু পুস্তক আছে বটে। যাহা হউক সৈনিকপুরুষ করণ্ডকের এবম্বিধ অসম্ভব ভার দর্শনে সন্দিহান হইয়া উচিতবোধে অধ্যক্ষ পত্নীর গোচর করিল। কিন্তু তিনি কহিলেন ইহার মধ্যে অধিক সংখ্যক পুস্তক আছে তাহাতেই এত ভারি হইয়াছে গ্রোশ্যমের শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে তাঁহার পত্নী ঐ সমুদায় পুস্তক এক কালে ফিরিয়া দিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এক দাসী এই গোপনীয় পরামর্শের মধ্যে ছিল.সে ঐ করণ্ডকের সঙ্গে২ গমন করে। করণ্ডক এক বন্ধুর আলয়ে নীত হইলে গ্রোশ্যম অব্যাহত শরীর তন্মধ্য হইতে নির্গত হইলেন এবং স্থপতির বেশপরিগ্রহ ও করে কর্ণিক ধারণ পূর্ব্বক বিপণির মধ্য দিয়া গমন করিয়া নৌকারোহণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা ব্রাবণ্টে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে শকটযানে এণ্টওয়েৰ্প প্রস্থান করিলেন। ১৬২১ খৃঃ অব্দের মার্চ্চমাসে এই শুভ পলায়ন নির্ব্বাহ হয়। গ্রোশ্যমের সহধর্ম্মিণীর যত দিন এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় না

অন্নিস গ্রোশ্যস সমর্থনরূপে বিপক্ষবর্গের ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়াছেন এবং তিনি সকলের এই বিশ্বাস জন্মাইয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বামী অত্যন্ত রোগাভিভূত হইয়া শয্যাগত আছেন।

পরে তিনি পর্ব্বাপর সমুদায় অঙ্গীকার করিলে ভুগাধ্যক্ষ ক্রোধে অন্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে দৃঢ় রূপে রুদ্ধ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি মণ্ডল সমূহ সমক্ষে আবেদন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হই লেন। কতক গুলা পামর লোক মত দিয়াছিল তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেকেরি অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হওয়াতে তাহা অগ্রাহ্য হইল। এবং সকলেই তাঁহার বুদ্ধিকৌশল, সতিত্বতা ও পাতিব্রত্য দর্শনে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিল।

গ্রোশ্যস ফ্রান্সে গিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তাঁহার পরিবারও তথায় সমাগত হইলেন। পারিস রাজধানীতে বাস করা বহু ব্যয়সাধ্য অতএব গ্রোশ্যস প্রথমতঃ কিছু কাল অর্থাসঙ্গতিনিবন্ধন

অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন। অবশেষে ফ্রান্সের অধিপতি তাঁহার বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। তিনি অবিশ্রান্ত গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন তাঁহার যশঃশশধর সমুদায় ইউরোপ মধ্যে বিদ্যোতমান হইতে লাগিল।

কার্ডিনল রিশিলিয়, গ্রোশ্যসকে কেবল ফ্রান্সের হিত চিন্তা বিষয়ে ব্যাসক্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু গ্রোশ্যস তাঁহার সমুদায় কল্পনাতে প্রাকৃত জনের ন্যায় সম্মত না হওয়াতে তিনি তাঁহাকে অধীনতানিবন্ধন বিস্তর ক্লেশ দিয়াছিলেন। এইরূপে নিতান্ত হতাদর হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনার্থে অতিশয় উৎসুক হইলেন। তদনুসারে ১৬২৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহধর্ম্মিণী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থিরীকরণার্থ বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিতে হলণ্ড প্রস্থান করিলেন।

গ্রোশ্যস প্রত্যাগমন বিষয়ে রাজকীয় অনুমতি লাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তৎকালে হলণ্ডে দণ্ডনীতি বিষয়ে যে নিয়ম পরীবর্ত্ত হইয়াছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মি

শীর উপদেশানুসারে সাহস পূর্ব্বক রটর্ডাম নগরে উপস্থিত হইলেন। যৎকালে তাঁহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ হইয়াছিল তখন তিনি কোন প্রকারেই অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে চাহেন নাই বিশেষতঃ যে প্রকার দৃঢ়রূপে আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার বিপক্ষেরা অত্যন্ত অপদস্থ ও অবমানিত হইয়াছিল অতএব তাহারা তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে খড়্গহস্ত হইয়াছিল। কতক গুলি লোক তাঁহার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন কিন্তু প্রাড্বিবাকেরা এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি গ্রোশ্যসকে রুদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেক সেউপযুক্তরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেক। গ্রোশ্যসের জন্মভূমি বলিয়া যে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে তত্রত্য লোকেরা তাঁহার প্রতি এইরূপ নৃশংস ব্যবহার করিল।

তিনি হলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া হম্বগ নগরে গিয়া দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। তথায় অবস্থান কালে সুইডেনের রাজ্ঞী ক্রিষ্টিনার অধিকারে বিষয়কর্ম্ম স্বীকারে সম্মত হওয়াতে

রাজ্ঞী তাঁহাকে ফ্রান্সের রাজসভায় দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তথায় দশ বৎসর অবস্থিতি করেন ঐ সময়ে কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত কালের পরেই নানা কারণ বশতঃ দৌত্যপদ দুরূহ ও কষ্টপ্রদ বোধ হওয়াতে বিরক্ত হইয়া কর্ম্মপরিত্যাগ প্রার্থনায় আবেদন করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। সুইডেন প্রত্যাগমন কালে হলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল এক্ষণে বিশিষ্টরূপ সমাদর করিল।

তিনি সুইডেনে উপস্থিত হইয়া ক্রিষ্টিনাকে সমস্ত কাগজ পত্র বুঝাইয়া দিয়া লুবেক প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে প্রচণ্ডবায়ুর প্রতিকূলতা প্রযুক্ত প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। পরিশেষে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া ঝড় বৃষ্টি না মানিয়া এক অনাবৃত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। এই অবিমৃষ্যকারিতাতেই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল। রষ্টক পর্য্যন্ত

গমন করিয়া তাঁহাকে বিরত হইতে হইল। এবং ঐ স্থানেই ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে আগষ্টের অষ্টা বিংশ দিবসে ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রেম তমা পত্নী এবং চারিপুত্রের মধ্যে চারিটি রাখিয়া অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

গ্রোশ্যস্ নানাবিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া ছেন এবং সকলে স্বীকার করেন বিজ্ঞানশাস্ত্রের জ্ঞানীদিগের স্বচ্ছন্দ বিহার সর্ব্বত্র অব্যাহত হইবার বিষয়ে তদীয় গ্রন্থপরম্পরা বিলক্ষণ উপ যোগিনী হইয়াছিল। তাঁহার সন্দর্ভসমূহের মধ্যে অধিকাংশই নিরবচ্ছিন্ন শব্দবিদ্যাসম্বন্ধ অর্থাৎ গ্রীক্ ও লাটিন ভাষার জ্ঞানসাপেক্ষ সুতরাং তৎসমুদায় এক্ষণে এক প্রকার অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিয়াছে। এবং তদ্রূপ হওয়াও অন্যায্য নহে। আর তন্নিমিত্তই তাঁহার আলঙ্কারিক গ্রন্থ সকলও একান্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। তিনি নৈসর্গিক ও জাতীয় বিধান বিষয়ে "সন্ধিবিগ্রহ বিধান" নামক যে মহাগ্রন্থ লাটিন ভাষায় রচনা করিয়াছেন অধুনাতন কালে তাহাই প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কীর্ত্তি

পৃথিবীমণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দ্বারা ইউরোপীয় অধুনাতন বিধান শাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধিলাভ হইয়াছে।

লিনিয়স

স্কুইডেন রাজ্যের অন্তর্গত স্মিলণ্ড প্রদেশের মধ্যে রাস্‌হল্ট নামে এক গ্রাম আছে। চার্লস লিনি (লাটিন ভাষায় সাধিত লিনিয়স নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ) ১৭০৭ খৃঃ অব্দে তথায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতি দীন গ্রামপুরোহিত ছিলেন। লিনিয়স অত্যন্ত দরিদ্র ও অগণ্য হইয়াও অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তি মহোৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা বিষয়ে মনুষ্যসমাজে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। অতি শৈশবকালেই প্রকৃতির অনুশীলনে বিশেষতঃ উদ্ভিদ বিদ্যার আলোচনায় তাঁহার গাঢ় অনুরাগ জন্মে। বোধ হয় তিনি বালককালেই ক্ষেত্রে২ পরিভ্রমণে ও পাঠশালার পুস্তকাপেক্ষা প্রকৃতিরূপ প্রকাণ্ড পুস্তকের

অধ্যয়নে অধিক রত ছিলেন। যেহেতু প্রথম শিক্ষকেরা তাঁহার অনাবেশ দর্শনে এমত অস ন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহার পিতা পাঠের গতি শ্রবণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে উপানৎকা রের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু পরিশেষে বন্ধুবর্গের সবিশেষ অনুরোধ ও লিনিয়সের সাতিশয় বিনয় পরতন্ত্র হইয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থে অনুমতি দিলেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁহার, না পুস্তক, না বস্ত্র, না আহার সামগ্রী, কিছুরি সঙ্গতি ছিল না, এমত কি, অভীষ্ট উদ্ভিদ বিদ্যার অনুশীলন সমা ধানার্থে ক্ষেত্রে২ ভ্রমণ করিতে পারিবার নিমিত্ত জীর্ণ চর্মপাদুকাতে বল্কলের তালী দিয়া লইতে হইত, এরূপ দুরবস্থাতেও অতিশয় প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

লিনিয়স কেবল যৌবনদশায় অবতীর্ণ হইয়া ছেন এমত সময়ে অপ্সালের বৈজ্ঞানিক বিদ্যাল য়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই অভিপ্রায়ে লাপ্লা ণ্ডের অতি ভীষণ ভূভাগে পাঠাইবার নিমিত্ত স্থির করেন যে তিনি তত্রত্য নৈসর্গিক উৎপন্ন

বস্তু সমুদায়ের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া জানিবেন। তিনিও অনুরাগ ও ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পাথেয় মাত্রপর্য্যাপ্ত বেতনে উক্ত বহুপরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার সমাধানার্থে এই প্রান্তর দেশে প্রস্থান করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনের পর অস্মাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ ও ধাতু বিদ্যা বিষয়ে প্রকাশ্যরূপে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। উপদেষ্টব্য বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার এবং উপদেশপ্রকারের চমৎকারিত্ব ও অভিনবত্বপ্রযুক্ত অবিলম্বে তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভূরিং শ্রোতৃ সমাগম হইল।

কিন্তু উদয়োন্মুখ সামান্যের নিত্যবিদ্বেষিণী ঈর্ষ্যা তাঁহার অভ্যুদয়াশা দ্বারায় উচ্ছিন্ন করিল। ইহা উদ্ভাবিত হইল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম আছে কোন ব্যক্তি অগ্রে উপাধিপত্র প্রাপ্ত না হইলে তথায় প্রকাশ্যরূপে উপদেশ দিতে অধিকারী হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে লিনিয়সের বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কোন প্রশংসা পত্রাদি ছিল না। এই বিষয় উপলক্ষে চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তর রোজিনের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ

উপস্থিত হইল। কিন্তু বন্ধুবর্গেরা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। তখন তিনি কতিপয় শিষ্য সহিত অবিলম্বে অপ্সাল হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং ধাতু ও উদ্ভিদ বিষয়ের অনুসন্ধিৎসু হইয়া ডালিকার্লিয়া প্রদেশে পর্য্যটন করিলেন।

লিনিয়স ডালিকার্লিয়ার রাজধানী ফলুন নগরে উপস্থিত হইয়া তথাকার প্রধান চিকিৎসক ডাক্তর মোরিয়সের নিকট বিশিষ্ট রূপে পরিচিত হইলেন। উক্ত ডাক্তর দয়াবান্ ও বিদ্যাবান্ ছিলেন। তাঁহার বৃক্ষবাটিকাতে কতকগুলি তরু, লতা ও পুষ্প ছিল। তদ্দর্শনে নবীন উদ্ভিদবেত্তা অপরিসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সমধিক সৌন্দর্য্যাধার আর একটি রমণীয় পুষ্প ছিল লিনিয়স কখন কোন উদ্যানে বা ক্ষেত্রে তাদৃশ মনোহর পুষ্প অবলোকন করেন নাই। ফলতঃ আমাদিগের উদ্ভিদবেত্তা ডাক্তর মোরিয়সের জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। এবং সেই যুবতী কামিনীরও অন্তঃকরণে গাঢতর অনুরাগ সঞ্চার হয়। তখন লিনিয়স অন্তঃকরণের অনুরাগ ও

ব্যগ্রতাপরতন্ত্র হইয়া নবপ্রণয়িনীর কনকমণি দানে পাণিগ্রহণের কথা উত্থাপন করিলেন। সুশীল ডাক্তর এই নবাগত বিদ্যাবান বাগ্মী যুবা ব্যক্তির ব্যবসায় ও সরলস্বভাব দর্শনে তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু আপন কন্যাকেও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং নবানুরাগপরবশ যুবকজনের মত উদ্ধত ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন না। অতএব বিবেচনা করিলেন যে, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া এরূপ সহায়সম্পত্তিহীন ও কোনপ্রকার নির্দিষ্ট ব্যবসায় ও বিষয়কর্ম্ম শূন্য অনাথ ব্যক্তিকে জামাতা করিলে কন্যাকে চিরদুঃখিনী করা হয়। অনন্তর তাঁহাকে বিবাহ বিষয়ে আর তিন বৎসর অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত সম্মত করিয়া চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নার্থে দৃঢ়রূপে পরামর্শ দিলেন এবং কহিলেন, ইতিমধ্যে আমি কন্যার বিবাহ দিব না যদি তুমি এই সময়ে কিঞ্চিৎ সংস্থান করিতে পার তাহা হইলে আমি ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া প্রসন্নচিত্তে তোমাকে কন্যাদান করিব।

ইহা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব হইতে

পারে। সিনিয়ন স্বীয় নির্ম্মল জ্ঞানের সহায়তা দ্বারা প্রীতিপ্রেমারচঞ্চল চিত্তকে স্থিরীভূত করিয়া প্রশংসা পত্র লইবার নিমিত্ত অবিলম্বে লিডন নগরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের পূর্ব্বে কুমারী মেরিয়স বহুদিনের সংগৃহীত বায়াবশিষ্ট এক শত (ডালর) মুদ্রা আনয়ন করিয়া প্রণয়ব্রতের বরণ ও অকৃত্রিম অনুরাগের দৃঢ়তর প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলেন। তিনি তাঁহার কোমল করপল্লব মর্দ্দন ও ব্যগ্রচিত্তে বারম্বার মুখ চুম্বন করিলেন এবং অপরিমেয় প্রণয়রসাস্বাদে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া অন্তঃকরণ মধ্যে তাঁহার অকৃত্রিম সততার ভূয়সী প্রশংসা করিতেং বিদায় লইলেন।

অনেকানেক রসজ্ঞ নায়কেরা এমত অবস্থায় মনেং কত প্রকার কল্পনা করিতেং প্রস্থান করেন এবং মধ্যেং নায়িকার উদ্দেশে বিচ্ছেদ বেদনানিবেদন দূতীস্বরূপ রসবর্তী গাথা রচনা করিয়া থাকেন এবং দুর্ব্বিষহ নিরবধি বিরহাধি কাতর হইয়া অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করেন। কিন্তু আমাদের জ্ঞানী নায়ক সেরূপ

নহেন। তিনি ইহাই ভাবিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন, ভাল, এক ব্যক্তি আমাকে যথার্থরূপ ভাল বাসে ও আমার ব্যবসায়ের প্রশংসা করে, আমিও তাহার প্রণয়ের যোগ্যপাত্র হইবার নিমিত্ত বিদ্যা ও খ্যাতিলাভ বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করিব না।

অনন্তর তিনি লিডননগরে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বোরহেব ও অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের নিকট প্রতিপন্ন হইলেন। আমষ্টর্ডাম নগরের অধ্যক্ষের বাটীর চিকিৎসক হইলেন। যে দুই বৎসর এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন ঐ কালে বহুতর পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। সমধিক বিদ্যাধিগম প্রত্যাশায় ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করিলেন। ফলতঃ তিনি এই সময়ে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন শুনিলে আপাততঃ অসম্ভব বোধ হয়। বাস্তবিক, পদার্থ বিদ্যা সংক্রান্ত এমত কোন বিষয় ছিল না যে তিনি তাহার

তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই আর তাহা শাস্ত্রাবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রত ছিলেন এবং এই বিদ্যায় এমত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন যে উহার লোপ না হইলে তাঁহার সেই প্রতিষ্ঠার অপচয় সম্ভাবনা নাই।

লিনিয়স ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে কিছুদিনের জন্য পারিস যাত্রা করেন। এবং ঐ বৎসরের শেষে স্বদেশপ্রত্যাগমনপূর্ব্বক ষ্টকহলম নগরে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রথমে সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিত কিন্তু পরিশেষে সৌভাগ্যোদয় বশতঃ রাজ্ঞী ইউলিয়োনোরার কাশের চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হওয়াতে তদবধি তন্নগরের অতি আদরণীয় চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন এবং সাংগ্রামিক প্রবহণাধ্যক্ষের চিকিৎসক ও রাজকীয় উদ্ভিদবিদের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই রূপে নিয়মিত আয় ব্যবস্থাপিত হওয়াতে তার স্মরানুরাগসঞ্চারের পাঁচ বৎসর পরে সেই প্রিয়তমা কামিনীর পাণিপীড়ন করিলেন। কিয়দ্দিবস পরেই অপ্সালের বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়

ঔষধের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার পূর্ব্বশত্রু রোজিন উক্ত বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হওয়াতে উভয়ে সন্তোষপূর্ব্বক পরস্পরের পদ বিনিময় করিয়া লইলেন। এইরূপে লিনিয়স চিরপ্রার্থিত উদ্ভিদ বিদ্যাধ্যাপকপদে অধিরূঢ় হইয়া অতি সম্মান পূর্ব্বক ক্রমাগত সপ্তত্রিংশৎ সংবৎসর উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন।

লিনিয়সের উদ্যোগে কয়েক জন প্রাকৃতিজ্ঞ পণ্ডিত স্বভাবজ পদার্থ গবেষণার্থ নানা দেশে প্রেরিত হয়েন। এবং পদার্থবিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে তদীয় অনুরাগ ও আগ্রহাতিশয় মহিমা তেইং, কালম, অসবেক হসলাকিস্ট, ও লোফ্লিং, প্রাকৃত ইতিবৃত্ত বিষয়ে নানা আবিষ্ক্রিয়া করেন। ড্রটনিংহলম নগরে স্থইডেনের রাজমহিষীর যে চিত্রশালিকা ছিল তিনি তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত লিনিয়সের উপর ভারার্পণ করেন তিনিও তদনুসারে তত্রত্য সমুদায় শঙ্খ শম্বুকাদির বিজ্ঞানশাস্ত্রানুযায়িনী নূতন শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। অনুমান ১৭৫১

খৃঃ অব্দে তিনি "ফিলসফিয়া বোটানিকা,, অর্থাৎ উদ্ভিদমীমাংসা নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এবং ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে "স্পিশিস প্লাণ্টেরম,, অর্থাৎ উদ্ভিদসংবিভাগ নামে গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করেন ইহাতে তৎকাল বিদিত নিখিল তরুগুল্মাদির, লৈঙ্গিকী প্রণালী অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, সবিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ লিনিয়সের অন্যান্য সমুদায় অপেক্ষা অত্যুৎকৃষ্ট ও অবিনশ্বর। ইহা প্রথমতঃ অষ্টাংশিত আকারের দুই খণ্ড পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছিল কিন্তু বর্লিন নগরে ১৭৯৯-১৮১০ অব্দে দশখণ্ডে মুদ্রিত হয়।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে এই মহীয়ান্ প্রকৃতিক "নাইট আব দি পোলার ষ্টার,, এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই মহতী মর্য্যাদা ইহার পূর্ব্বে কখন কোন পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয় নাই। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে তিনি সম্ভ্রান্তলোক শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইলেন। অন্যান্য দেশীয় বৈজ্ঞানিক সমাজ হইতেও বিদ্যাসম্বন্ধ নানা মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে তিনি "সিষ্টেমা নেচুরি,, নাম

গ্রন্থের প্রণালী সমাপ্ত করিলেন। সেই গ্রন্থ প্রতি বার মুদ্রিত করিবার সময় কিঞ্চিৎ২ বৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে অষ্টাংশিতাকার তিন খণ্ড পুস্তক হইয়াছে। তিনি ক্রমেং ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উপসাল সন্নিহিত হামার্বি নগরে এক অট্টালিকা ও ভূম্যধিকার ক্রয় করিয়া জীবনের শেষ পঞ্চদশ বৎসর প্রায় তথায় অবস্থিতি করেন। ঐস্থানে তাঁহার প্রাকৃত ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত এক চিত্রশালিকা ছিল তথায় উক্ত ইতিবৃত্ত বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীর নানাভাগস্থিত বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে তাঁহার ঐ চিত্রশালিকার সর্ব্বদাই বিষয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

লিনিয়স জীবনের অধিকাংশ শারীরিক সুস্থ ও পটু থাকাতে অতিশয় উৎসাহ ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক পদার্থ বিদ্যাবিষয়িণী গবেষণা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের মে মাসে অপস্মার রোগে আক্রান্ত হইলেন অতএব অধ্যাপনা সংক্রান্ত যে সকল কর্ম্মে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত তৎ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে ও বিদ্যানুশীলনে ক্ষান্ত হইতে

হইল। অনন্তর ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয়বার ও কিয়দ্দিন পরে আর এক বার আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু ১৭৭৮ খৃঃ অব্দের ১১ই জানুয়ারির পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণত্যাগ হয় নাই।

লিনিয়স প্রাকৃত উদ্ভিদ্বৃত্ত বিষয়ক গ্রন্থ সমূহ ব্যতিরিক্ত এক শ্রেণীবদ্ধ ভেষজ নির্ণয় গ্রন্থ এবং রোগ নির্ণয় বিষয়ে "জেনেরা মর্বোরম" নামক প্রণালীবদ্ধ এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। লিনিয়স যে রূপ অসাধারণ সাহস, উৎসাহ, পরিশ্রম ও দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমুদায় ইতিহাস মধ্যে অতি অল্প লোকের এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পদার্থ বিদ্যা বিষয়ে যে নানা প্রণালী সংস্থাপিত করিয়াছেন কালক্রমে তৎসমুদায় অন্যথা হইলেও হইতে পারে বটে তথাপি তাঁহা হইতে উক্ত বিদ্যার যেরূপ মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বাক্‌পথাতীত। সুইডেনের অধিপতি চতুর্দ্দশ চার্লস ১৮১৯ খৃঃ অব্দে লিনিয়সের জন্ম ভূমিতে তাঁহার এক কীর্ত্তি স্তম্ভ নির্ম্মাণের আদেশ করিয়াছেন।

বলণ্টিন জামিরে ডুবাল।

এক্ষণে আমরা ডুবালের জীবনবৃত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই মহাত্মা ১৬৯৫ খৃঃ অব্দে ফ্রান্স রাজ্যের সাম্পেন প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী আর্টিনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন কেবল সামান্যরূপ কৃষি কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যথা কথঞ্চিৎ পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। ডুবাল যখন দশ বৎসরীয় তখন তাঁহার পিতা মাতা আর কতক গুলি পুত্র ও কন্যা রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। কিন্তু তাহাদের প্রতিপালনের কোন উপায় ছিল না। সুতরাং ডুবাল অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িলেন। পরন্তু তাঁহার মনুষ্য মণ্ডলীতে অগ্রগণ্য হইবার যে নির্ব্বন্ধ ছিল তাহার কোন প্রতিবন্ধ ঘটে নাই। দুই বৎসর পরে এক কৃষকের গৃহে মেষশাবক সকলের রক্ষণাবেক্ষণার্থে

নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু বালস্বভাবসুলভ কতিপয় গর্হিতাচার দোষে দূষিত হওয়াতে অল্প দিনের মধ্যেই তথা হইতে দূরীকৃত হইলেন। পরি শেষে ঐ কারণেই জন্মভূমিও পরিত্যাগ করিতে হইল।

অনন্তর ডুবাল ১৭০৯ খৃঃঅব্দের দুঃসহ হেমন্তের উপক্রমে লোরেন প্রস্থান করিলেন। পথি মধ্যে বিষম বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন। ঐ সময়ে যদি এক কৃষকের আশ্রয় না পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার কোন অসম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঐ ব্যক্তি তাঁহার তাদৃশ দশাদর্শনে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তাঁহাকে আপন মেষশালায় লইয়া গেল। তথায় মেষপুরীষরাশি ব্যতিরিক্ত অন্য বিধ শয্যার সঙ্গতি ঘটে নাই এবং যাবৎ পীড়োপশম না হইল সেই পুরীষরাশিতে আকণ্ঠমগ্ন হইয়া রহিলেন এবং অতিকদর্য্য পোড়া রুটি ও জল এই মাত্র পথ্য পাইতে লাগিলেন। এই রূপ দুরবস্থাতেও তিনি সৌভাগ্যক্রমে এই ভয়ানক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন

এবং কোন সন্নিবেশতাদি যাজকের আশ্রয় পাইয়া সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

মানসির নিকটে এক মেষপালকের গৃহে নিযুক্ত হইয়া তুবাল তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। ঐ সময়ে ভূয়সী জ্ঞানবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। তুবাল শৈশবাবধি অনুসন্ধিৎসু ও ধ্যান রত ছিলেন। অতি শৈশবকালেই আপন আলয়ে সর্প ভেক প্রভৃতি অনেকবিধ জন্তু সংগ্রহ করিয়া ছিলেন এবং প্রতিবেশি ব্যক্তিবর্গকে, এই সকল জন্তুর কিরূপ অবস্থা, এরূপে নির্মিত হইল কেন, ইহাদিগের সৃষ্টির তাৎপর্য্যই বা কি, এবম্বিধ বহুতর প্রশ্ন দ্বারা সদাই বিরক্ত করিতেন। কিন্তু এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর পাইতেন তাহা যে সন্তোষজনক হইত না ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। সামান্য বুদ্ধিরা সামান্য বস্তুকে সামান্য জ্ঞানই করিয়া থাকে। কিন্তু অসামান্যবুদ্ধিসম্পন্নেরা কোন বস্তুকেই সামান্য জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্তেই সর্ব্বদা এরূপ ঘটিয়া থাকে যে প্রাকৃত লোকেরা মহানুভবদিগের বুদ্ধির প্রথম কার্য্য সকল দেখিয়া উন্মাদ বোধ করে।

এক দিবস ডুবাল কোন পল্লীগ্রামস্থ বালকের হস্তে ঈশপ রচিত গল্পের এক পুস্তক দর্শন করিলেন। এ পুস্তক পশুপক্ষি সর্প প্রভৃতি নানা বিধ জন্তুর প্রতিমূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত। এপর্য্যন্ত ডুবালের বর্ণপরিচয় হয় নাই সুতরাং গল্পগুলি তাঁহার পক্ষে পেক্ষার প্রসূরণ প্রায় হইল। যে সকল জন্তু দেখিলেন তাহাদিগের নাম জানিতে ও তত্তাবতের ঈশপ কি লিখিয়াছেন তাহা শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া আপন সমক্ষে সেই পুস্তক পাঠ করিবার নিমিত্ত ঐ সহচরকে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বালক কোন ক্রমেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিল না। যাহাহউক তাঁহাকে সর্ব্বদাই এইরূপে কৌতূহলাক্রান্ত ও পরিশেষে একান্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইতে হইত।

এইরূপে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া এতাদৃশ ক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিয়াও তিনি মনে২ প্রতিজ্ঞা করিলেন যত কষ্টসাধ্য হউক না কেন যেরূপে পারি লেখা পড়া শিখিব। এইরূপ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া, যে কিছু অর্থ তাঁহার হস্ত

গন্তু হইতে প্রাণপণে তাহা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এবং তাহা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বয়োধিক বালকদিগের নিকট বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন।

তথাপি কিছু দিনের মধ্যেই অসামান্য পরিশ্রম দ্বারা আপন অভিপ্রেত সিদ্ধি করিয়া ক্রমে এক দিবস এক পঞ্জিকা অবলোকন করিলেন। তাহাতে জ্যোতিশ্চক্রের দ্বাদশ রাশি চিত্রিত ছিল। তদ্দর্শনে অনায়াসেই স্থির করিলেন যে এই সমস্ত আকাশমণ্ডল স্থিত পদার্থ বিশেষের প্রতিমূর্ত্তি হইবেক সন্দেহ নাই। অনন্তর ঐ সকল প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত একদৃষ্টে নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং সেই সমুদায় দেখিলাম বলিয়া যাবৎ অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিল তাবৎ কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হইলেন না।

কিয়দ্দিন পরে তিনি একদা কোন ছাপাখানার গবাক্ষের নিকট দিয়া গমন করিতেছ, তন্মধ্যে এক ভূগোল চিত্র দেখিতে পাইলেন। উহা পূর্ব্বদৃষ্ট সমস্ত বস্তু অপেক্ষায় উপাদেয়

বোধ হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ক্রয় করিয়া লইলেন। এবং কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত, অবসর পাইলেই, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তাহাই পাঠ করিতে লাগিলেন। নাড়ীমণ্ডলাঙ্কিত অংশ সকল অবলোকন করিয়া প্রথমতঃ ঐ সকল অঙ্কে ফ্রান্স প্রচলিত লীগ অর্থাৎ সার্দ্ধক্রোশের চিহ্ন বোধ করিয়াছিলেন। পরন্তু লাক্সেন হইতে লোরেনে আসিতে ঐরূপ অনেক লীগ অতিক্রম করিতে হইয়াছে কিন্তু ভূচিত্রে উহাদিগের অন্তর অতি অল্প দৃশ্য হইতেছে এই বিবেচনা করিয়া সেই প্রথম সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া স্থির করিলেন। যাহাহউক এই ভূচিত্র ও অন্য অন্য ভূচিত্র সকল অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া ক্রমে২ কেবল ঐ সকল চিহ্নের স্বরূপ ও তাৎপর্য্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারিত করিলেন এমত নহে ভূগোল বিদ্যা সংক্রান্ত প্রায় সমুদায় সংজ্ঞা ও সঙ্কেতের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলেন।

ডুবাল এইরূপে গাঢ়তর অনুরাগ ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য কৃষীবল বালকেরা অত্যন্ত ব্যাঘাত

অভ্যাসিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে তিনি মহাত্মিত ব্যক্তির চিরপ্রার্থনীয় বিজন স্থান লাভের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন। এক দিবস ঘটনাক্রমে তিনিয়ররের নিকটে লা ত্রোপের আশ্রম দর্শন করিয়া এমত প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন যে তৎক্ষণাৎ মনেং এই সঙ্কল্প করিলেন যে তত্রত্য তপস্বি পালিমানের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম চিন্তা বিষয়ে নিশ্চিন্ত২ মনোনিবেশ করিবেন। পালিমান অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মত হইলেন এবং আপন অধিকারে যে এক পদ শূন্য ছিল তাহাতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অনতিচিরকাল মধ্যেই পালিমানের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ঐ পদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

লুনিবিলের প্রায় পাদোনক্রোশান্তরে সেন্ট এন নামে এক আশ্রম ছিল তথায় কতকগুলি তপস্বী বাস করিতেন। পালিমান সাধ্যানুসারে ডুবালের ক্ষোভ শান্তি করিবার মানসে তাঁহাদিগের আশ্রমে তাঁহাকে এক অনুরোধ পত্র সমেত পাঠাইয়া দিলেন। সেই সতীর্থ তপস্বিদিগের

আজীবনস্বরূপ যে ছয়টী ধেনু ছিল ডুবালের প্রতি তাঁহারা তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। বোধ হয় তপস্বি মহাশয়েরা ডুবাল অপেক্ষা অজ্ঞ ছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের কতক গুলি পুস্তক ছিল তাঁহারা ডুবালকে তাহা পাঠ করিবার অনুমতি দিলেন। যেং কঠিন বিষয় স্বয়ং বুঝিতে না পারিতেন তাহা আশ্রমদর্শনাগত ব্যক্তিগণের নিকট বুঝিয়া লইতেন। এখানেও পূর্ব্বের মত কষ্ট স্বীকার করিয়া যে কিছু অর্থ বাঁচাইতে পারিতেন অন্য কোন বিষয়ে ব্যয় না করিয়া তদ্দ্বারা কেবল পুস্তক ও ভূচিত্র মাত্র ক্রয় করিতেন। এই স্থলে বিস্তর ব্যাঘাত সত্ত্বেও লিখিতে ও অঙ্ক কষিতে শিখিলেন।

তাঁহার কোনং ভূচিত্রের নিম্নভাগে সম্ভ্রান্ত লোক বিশেষের পরিচ্ছদ চিত্রিত ছিল তাহাতে গ্রিফিন, বিস্তৃতপক্ষ উৎক্রোশপক্ষী, লাঙ্গুলদ্বয়োপলক্ষিত কেশরী ও অন্যান্য বিকটাকার অদ্ভুত জন্তু নিরীক্ষণ করিয়া আশ্রমাগত কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন পৃথিবীতে এবম্বিধ জীব আছে কি না। তিনি কহিলেন কুলাদর্শ নামে এক

শাস্ত্র আছে এই সমস্ত তাহার সঙ্কেত। অমনি মাত্র ঐ শব্দটি লিখিয়া লইলেন এবং অতি ত্বরান্বিত হইয়া নিকটবর্ত্তি নগর হইতে উক্ত বিদ্যার এক পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং অনায়াসে উক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও ভূগোলবৃত্তান্ত অধ্যয়নে ফর্গসন অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন তিনি সর্ব্বদাই সন্নিহিত বিপিন মধ্যে নির্জ্জন প্রদেশ অন্বেষণ করিয়া যাইতেন এবং একাকী তথায় অবস্থিত হইয়া নির্ম্মল নিদাঘরজনীর অধিকাংশ জ্যোতির্ম্মণ্ডল পর্য্যবেক্ষায় যাপন করিতেন ও মস্তকোপরি পরিশোভমান মৌক্তিকময় নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয় সমধিক রূপে জানিতে মনোরথ করিতেন—যেরূপ অবস্থা, মনোরথের অধিক আর কি ঘটিতে পারে। জ্যোতির্গণের বিষয় বিশিষ্টরূপে জানিতে পারিবেন এই বাসনায় অত্যুন্নত এক বৃক্ষ শিখরোপরি বন্যদ্রাক্ষা ও উইলো শাখার পরস্পর সংযোজনা করিয়া সারস কুলায় সদৃশ এক প্রকার বসিবার স্থান নির্ম্মাণ করিলেন।

ডুবালের ক্রমে২ যত জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল পুস্তক বিষয়েও তত আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু পুস্তক ক্রয়ের যে নির্দ্ধারিত উপায় ছিল তাহার সেরূপ বৃদ্ধি হইল না। অতএব তিনি আয় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ফাঁদ পাতিয়া জন্তু ধরিতে আরম্ভ করিলেন ও কিয়ৎ কাল এই ব্যবসায় দ্বারা কিছু কিছু লাভও করিলেন। আয় বৃদ্ধি সম্পাদন নিমিত্ত কখন২ অন্যান্য দুঃসাহসিক ব্যাপারেও প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

একদা তিনি কানন মধ্যে ভ্রমণ করিতে২ বৃক্ষোপরি এক অতিচিক্কণলোমা আরণ্য মার্জ্জার অবলোকন করিলেন। ইহা অনেক উপকারে আসিবে এই বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক অতি দীর্ঘ যষ্টি দ্বারা তাহাকে অধিষ্ঠান শাখা হইতে অবতীর্ণ করাইলেন। বিড়াল দৌড়িতে আরম্ভ করিল তিনিও পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলেন। উহা এক তরুকোটরে প্রবেশ করিল পরে তথা হইতে ত্বরায় নিষ্কাশিত করিবামাত্র তাঁহার হস্তোপরি ঝাঁপিয়া পড়িল। অনন্তর উক্ত

য়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কুপিত বিড়াল তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে নখ প্রহার করিল ডুবাল তথাপি উহাকে টানিতে লাগিলেন। বিড়াল আরো শক্ত করিয়া ধরিল পরিশেষে খর নখর দ্বারা চর্ম্মের যত দূর আক্রমণ করিয়াছিল প্রায় সমুদায় ভাগ উঠাইয়া লইল। অনন্তর ডুবাল নিকটবর্ত্তি বৃক্ষোপরি বারম্বার আঘাত করিয়া মার্জ্জারের প্রাণসংহার করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল নয়নে তাহাকে গৃহে আনিলেন। আর ইহা দ্বারা প্রয়োজনোপযোগি কিছু২ পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিব এই আহ্লাদে বিড়ালকৃত ক্ষত ক্লেশ একবার মনেও করিলেন না।

ডুবাল বন্যজন্তুর উদ্দেশে সর্ব্বদাই এইরূপ সঙ্কটে প্রবৃত্ত হইতেন এবং লুনিবিলে গিয়া সেই২ পশুর চর্ম্ম বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুস্তক ও ভূচিত্র ক্রয় করিয়া আনিতেন।

পরিশেষে এক শুভ ঘটনা হওয়াতে আরো অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিলেন। এক দিবস শরৎকালে অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে২ সম্মুখবর্ত্তি শুষ্ক পর্ণ রাশিতে আঘাত করত ভূতলে

কোন উজ্জ্বল বস্তু অবলোকন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হস্তে লইয়া দেখিলেন উহা স্বর্ণময় মুদ্রা। উহাতে উত্তমরূপে তিনটি মুখ উৎকীর্ণ আছে। পর রবিবারে লুনিবিলে গিয়া তত্রত্য ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট নিবেদন করিলেন মহাশয় অরণ্য মধ্যে আমি এক স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছি আপনি এই ধর্ম্মালয়ে ঘোষণা করিয়া দেন যে ব্যক্তির হারাইয়াছে তিনি সেন্ট এনের আশ্রমে গিয়া আমার নিকটে আবেদন করিলেই আপন বস্তু প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

কয়েক সপ্তাহের পর ইংলণ্ড দেশীয় ফরষ্টর নামা এক যুবা ব্যক্তি অশ্বারোহণে সেণ্ট এনের আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডুবালের অন্বেষণ করিলেন। ডুবাল উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসিলেন তুমি এক মুদ্রা পাইয়াছ। ডুবাল কহিলেন হাঁ মহাশয়। তিনি কহিলেন আমি তোমার নিকট বড় বাধিত থাকিলাম সে আমার মুদ্রা। ডুবাল কহিলেন ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে হইবেক অগ্রে আপনি অনুগ্রহ করিয়া কুলাদর্শানুযায়ি ভাষায় নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন করুন তবে

আমি আপনাকে মুদ্রা দিব। তখন সেই আগন্তুক কহিলেন অহে বালক তুমি আমাকে পরিহাস করিতেছ, কুলাদর্শের বিষয় তুমি কি বুঝিবে। ডুবাল কহিলেন যে যাহাহউক আপনি নিজ আভিজাত্যের চিহ্নের বর্ণন না করিলে মুদ্রা পাইবেন না।

ডুবালের এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ফরষ্টর তাঁহাকে নানা বিষয়ে ভূরি২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধি করিয়া মুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক দুই স্বর্ণ (গিনি) পুরস্কার দিলেন। এবং প্রস্থান কালে ডুবালকে, মধ্যে২ লুনিবিলে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে, কহিয়া দিলেন। পরে ডুবাল যখন২ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন প্রতিবারেই তিনি তাঁহাকে এক২ রজত মুদ্রা দিতেন। এই রূপে ফরষ্টরের নিকট মুদ্রা ও পুস্তক দান পাইয়া সেণ্ট এনের রাখালের পুস্তকালয়ে চারি শত খণ্ড পুস্তক সংগৃহীত হইল। তন্মধ্যে বিজ্ঞান শাস্ত্র ও পুরাবৃত্ত বিষয়ক বহুতর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছিল।

এইরূপে ডুবাল দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলেন এপর্য্যন্ত আপনার এই হীন অবস্থা পরিবর্ত্তের চেষ্টা এক দিবসের নিমিত্তেও মনে আনেন নাই। ফলতঃ এখনও তিনি জ্ঞান ব্যতীত সর্ব্ব বিষয়েই রাখাল ছিলেন। প্রতিদিন গো চারণকালে তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া আপনার চারি দিকে ভূচিত্র ও পুস্তক সকল বিস্তৃত করেন এবং ধেনুগণের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও মনোযোগ না রাখিয়া কেবল অধ্যয়ন বিষয়েই নিমগ্ন হইয়া থাকেন ধেনু সকলও স্বচ্ছন্দ রূপে ইতস্ততঃ চরিতে থাকে।

একদা তিনি এইরূপে অবস্থিত আছেন এমত সময়ে সহসা এক সৌম্যমূর্ত্তি ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। ডুবালকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ কারুণ্য ও বিস্ময়রসের উদয় হইল। এই মহানুভাব ব্যক্তি লোরেনের রাজকুমারদিগের অধ্যাপক, নাম কৌন্ট বিডাম্নি য়র। ইনি ও রাজকুমারগণ এবং অন্য এক অধ্যাপক মৃগয়া করিতে ছিলেন। সকলেই ঐ অরণ্যে পথহারা হন। কৌন্ট মহাশয় অসংস্কৃ

বিরলপ্রদেশ অতি হীনবেশ রাজপুত্রেরা চতুর্দ্দিকে ভূচিত্ররাশি প্রসারিত দেখিয়া এমত চমৎকৃত হইলেন যে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি বার নিমিত্ত স্বীয় সহচরদিগকে তথায় আনয়ন করিলেন।

এইরূপে মৃগয়াবেশধারী দেশাধিপতনয়েরা তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই স্থলে পাঠকদিগের স্মরণার্থে ইহা লিখিলে অসঙ্গত হইবেক না যে ঐ কুমারদিগের এক জন পরে মেরিয়া রেজিনার পাণিগ্রহণ করেন এবং জর্ম্মনি রাজ্যের সম্রাট্ হয়েন।

এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া সকলেই একেবারে মুগ্ধ হইলেন। পরিশেষে যখন কতি পয় প্রশ্ন দ্বারা তাঁহার বিদ্যা ও বিদ্যাগমের উপায় সবিশেষ অবগত হইলেন তখন তাঁহারা বাক্পথাতীত বিস্ময় ও সন্তোষ সাগরে মগ্ন হই লেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমার তৎক্ষণাৎ কহিলেন তুমি রাজসংসারে চল আমি তোমাকে এক উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত করিব। ডুবাল কোন২ পুস্ত কে পাঠ করিয়া ছিলেন। রাজসংসারের সংস্রবে

মনুষ্যের ধর্ম্মভ্রংশ হয় এবং নানাদিকেও দেখিয়া ছিলেন বড় মানুষের অনুচরেরা প্রায় লম্পট ও কলহপ্রিয়। অতএব অকপট বাক্যে কহিলেন আমার রাজসেবায় অভিলাষ নাই বরং চির কাল অরণ্যে থাকিয়া গোচারণ করিয়া নিরু দ্বেগে জীবন ক্ষেপণ করিব আমি এই অবস্থায় সম্পূর্ণ সুখী আছি। কিন্তু ইহাও কহিলেন যদি মহাশয় আমারে অপূর্ব্বাহ পুস্তক পাঠ ও নানাবিধ বিদ্যা ও জ্ঞান লাভের সুযোগ করিয়া দেন তবে আমি আপনকার অথবা যে কোন ব্যক্তির সন্নিকটাহারে যাইতে প্রস্তুত আছি।

রাজকুমার এই উত্তর শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ডুবালের যথানিয়মে সৎপণ্ডিত ও সদুপদেশকের নিকট বিদ্যাধ্যয়ন সমাধানের নিমিত্ত, নিজ পিতা ডিউককে সম্মত করিয়া, পোণ্টে মৌসনের জেস্যুটদিগের সংস্থাপিত বিদ্যালয়ে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

ডুবাল তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিয়া জ্যোতিষ, ভূগোল, পুরাবৃত্ত ও পুরাগত বিষয়

সকল অধিকৃতরূপে অধ্যয়ন করিলেন। তদনন্তর ১৭৯৮ খৃঃ অব্দের শেষভাগে ডিউকের পারিস যাত্রাকালে তদীয় সম্মতিক্রমে তৎসমভিব্যাহারে গমন করিলেন এই অভিপ্রায়ে যে তত্রত্য অধ্যাপকদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অনন্তর পর বৎসরের শেষে তথা হইতে লুনবিলে প্রত্যাগমন করিলে ডিউক তাঁহাকে সহস্র টঙ্ক (লিবর) বেতনে আপনার পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ও সাত শত টঙ্ক (লিবর) বেতনে বিদ্যালয়ে পুরাবৃত্তের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন এবং কোন বিষয়ে কোন নিয়মে বদ্ধ না করিয়া স্বচ্ছন্দরূপে রাজবাটীতে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন।

তিনি পুরাবৃত্তে যেরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন তাহাতে এমত সুখ্যাতি হইল যে অনেকানেক বৈদেশিকেরাও শুশ্রূষু হইয়া লুনিবিলে আসিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত উইলিয়ম পিটও তন্মধ্যে ছিলেন। ইনি উত্তর কালে “অরল আব চাটাম,, নাম প্রাপ্ত হন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে ডুবাল এই অপরিজ্ঞাত যুবকের স্বভাবসিদ্ধ

বুদ্ধি প্রভাব বুঝিতে পারিয়া এই ভবিষ্যদ্বাক্য সূচনা করিয়াছিলেন যে এই বালক অতি প্রধান পদে অধিরোহণ করিবেক।

ডুবাল স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ও লোক রঞ্জন ছিলেন। তিনি, আপনার পূর্ব্বতন হীন অবস্থার কথা উত্থাপন হইলে, তদুপলক্ষে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জিত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং সেই অবস্থায় যে মনের স্বচ্ছন্দতায় কালযাপন করিতেন ও ক্রমে২ জ্ঞানের উপচয় সহকারে অন্তঃকরণ মধ্যে যে নব২ ভাবোদয় হইত সেই সমস্ত বর্ণনা করিতে২ অপর্য্যাপ্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন।

তিনি প্রথমসংগৃহীত বহুসংখ্যক অর্থ দ্বারা সেন্ট এনের অতি সামান্য আশ্রম পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং তথায় আপনার নিমিত্তে এক গৃহ নির্ম্মাণ করান। অনন্তর, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া রাজকুমারগণ ও তাঁহাদিগের অধ্যাপকদের সহিত যে রূপে কথোপকথন করিয়াছিলেন, কোন নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা, সেই অবস্থা ব্যঞ্জক এক আলেখ্য প্রস্তুত করাইলেন এবং ডিউকের সম্মতি লইয়া স্বপ্রত্যবেক্ষিত পুস্তকা

সহে স্থাপন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে জন্ম ভূমি দর্শন বাসনায় তথায় গমন করিলেন এবং যে ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তত্রত্য শিক্ষকের ব্যবহারার্থে প্রশস্তরূপে নির্ম্মাণ করাই লেন আর গ্রামস্থ লোকের জলকষ্ট নিবারণার্থে নিজ ব্যয়ে অনেক কূপ খনন করাইয়া দিলেন।

১৭৩৮ খৃঃ অব্দে ডিউকের মৃত্যুর পর তদীয় উত্তরাধিকারী লোরেনের বিনিময়ে টস্কানির আধিপত্য গ্রহণ করিলে রাজকীয় পুস্তকালয় ফ্লোরেন্স নগরে নীত হইল। ডুবাল তথায় পূর্ব্ব বৎ পুস্তকাধ্যক্ষের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগি লেন। তাঁহার অভিনব প্রভু হঙ্গারির রাজ্ঞীর পাণিগ্রহণ দ্বারা অত্যুন্নত সম্রাট পদ প্রাপ্ত হইয়া ভিয়েনার পুরাতন ও নূতন টঙ্ক ও পৃথিবীর অন্যান্য ভাগ প্রচলিত সমুদয় টঙ্ক সংগ্রহ করি বার বাসনা করিলেন। ডুবালের টঙ্কবিজ্ঞান বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল অতএব তাঁ হাকে উক্ত টঙ্কালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন এবং রাজপল্লী মধ্যে রাজকীয় প্রাসাদের অদূরে তাঁহার বাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

ডুবাল্ প্রায় সপ্তাহে এক দিন মহারাজ ও রাজ মহিষীর সহিত ভোজন করিতেন।

এইরূপে অবস্থার পরিবর্ত্ত হইলেও তাঁহার স্বভাব ও চরিত্রের কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্ত হয় নাই। ইউরোপের এক অত্যন্ত বিষয়রস পরায়ণ নগরে থাকিয়াও তিনি লোরেনের অরণ্যে যেরূপ ঋজু স্বভাব ও বিদ্যোপার্জ্জনে একাগ্র ছিলেন, সেই রূপই রহিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহার রমণীয় গুণগ্রামের নিমিত্ত অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন ছিলেন এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহাকে ১৭৫১ খৃঃ অব্দে আপন পুত্রের উপাচার্য্যের পদ প্রদান করেন। (এই কুমার পরিশেষে ভিন্নপদ্ধতিক দ্বিতীয় জোজেফ নামে খ্যাত হয়েন) কিন্তু তিনি কোন কারণবশতঃ এই সম্মানের পদ অস্বীকার করিলেন। রাজসংসারে তাঁহার গতিবিধি এত অল্প ছিল যে কোন২ রাজকুমারীকে কখন নয়ন গোচর করেন নাই। তাহাতে তাঁহাদের ভ্রাতা (রোমীয়দিগের যুবক রাজা) কহিয়াছিলেন ডুবাল যে আমার ভগিনীদিগকে জানেন না

ইহাতে আমি আশ্চর্য্য বোধ করি না কারণ আমার ভগিনীরা পৌরাণিক পদার্থ নহেন।

এক দিবস তিনি অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কোথায় যাইতেছেন। ডুবাল কহিলেন গাব্রিলির গান শুনিতে। নরপতি কহিলেন সেত ভাল গাইতে পারে না। ডুবাল উত্তর দিলেন আমি মহাপুরুষের নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি এ কথা উচ্চ স্বরে কহিবেন না। রাজা কহিলেন কেন। ডুবাল কহিলেন কারণ এই যে, মহারাজের পক্ষে ইহা অত্যন্ত আবশ্যক যে সকলে আপনকার কথায় বিশ্বাস করে কিন্তু এই কথায় কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করিবেক না। বাস্তবিক ডুবাল কোন কালেই প্রসাদাকাঙ্ক্ষী চাটুকার ছিলেন না।

এই মহানুভাব মহাত্মা জীবনের শেষদশা স্বচ্ছন্দে ও সম্মানপূর্ব্বক যাপন করিয়া ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে একাশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতেন একণে তাঁহার দেহাত্যয় বার্ত্তাশ্রবণে

একেবারে শোকাভিভূত হইলেন। এম ডি রোশ নামক তাঁহার এক বন্ধু সেণ্টপিটর্শবর্গে দৌত্য কার্য্যে অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দুই খণ্ড পুস্তকে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। মাদাম্ এনষ্টেশিয়া [illegible] নাম্নী সরকেশিয়া দেশীয়া এক ভূস্বামিকন্যা যুবতী দ্বিতীয় ক্যাথি-রিনের প্রধানা পরিচারিকা ছিলেন তাঁহার সহিত ডুবালের জীবনের শেষ ত্রয়োদশ বৎসর যে লেখালেখি চলিয়াছিল সে সমুদায়ও মুদ্রিত হইল। সকলে স্বীকার করেন তাহাতে উভয় পক্ষেরই অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রকাশ পাই-য়াছে। বৃদ্ধবয়সে রূপবতী যুবতীদিগকে প্রেয়সী বলিয়া সম্বোধন করা দূষণাবহ নহে এই নিমিত্ত তিনি পূর্ব্বোক্ত রমণী ও অন্যান্য যে২ গুণবতী কামিনীদিগকে ভাল বাসিতেন সকলকেই উক্ত বাক্য দ্বারা সম্বোধন করিতেন।

এই সকল দেখিয়া যদিও নিশ্চিত বোধ হইতে পারে ডুবাল কামিনীগণ সহবাসে পরাঙ্মুখ ছিলেন না কিন্তু তাহাদের অধিকতর মনো

রঞ্জন হইবে বলিয়া কখন, পরিচ্ছদপরিপাটীর চেষ্টা করেন নাই। ফলতঃ অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাঁহার বেশ ও চলন প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় গ্রাম্যই ছিল। কৃষকদিগের ন্যায় চলিতেন এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণপিঙ্গল অঙ্গাবরণ, সামান্য পরিধান, ঘন উপ কেশ, কৃষ্ণবর্ণ রোমজ চরণাবরণ পরিতেন এবং লৌহ কণ্টকাবৃত স্থূল উপানহ ধারণ করিতেন। তিনি যে পরিচ্ছদ পরিপাটী বিষয়ে এরূপ অনাদর করিতেন তাহা কোন রূপেই কৃত্রিম নহে। তাঁহার জীবনের পূর্ব্বাপর অবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে কেবল নির্ম্মল জ্ঞানালোকসংস্কৃত ঋজু স্বভাব বশতই এরূপ হইত। এই বিষয়ে এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারিবেক। তাঁহার এক জন কর্ম্মকর ছিল তিনি তাহাকে ভৃত্য বোধ না করিয়া বন্ধুমধ্যে গণনা করিতেন। সে ব্যক্তি বিবাহিত পুরুষ অতএব তিনি প্রতিদিন সকালরাত্রেই তাঁহাকে গৃহ গমনের অনুমতি দিতেন এবং তৎপরে প্রদীপ্ত দীপ শিখার উত্তাপে যথাকথঞ্চিৎ স্বহস্তে সামান্য রূপ কিঞ্চিৎ আহার প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

ডুবাল স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় মাত্র সহায় করিয়া ক্রমেং অনেকবিধ জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা তৎকালীন প্রায় সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাবান্ হইয়াছিলেন আর যে রাজ সংসারে ব্যাপক কাল অবস্থিতি করিলে মনুষ্য মাত্রই প্রায় আত্মশ্লাঘা ও দুষ্ক্রিয়াসক্তির পরতন্ত্র হয় তথায় অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল যাপন করিয়াছিলেন তথাপি অতিদীর্ঘ জীবনের অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও চরিত্রের নির্ম্মলতা বিষয়ে লোরেনাবস্থানকালের রাখাল ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বতন হীন অবস্থার দুঃসহ ক্লেশপ্রপঞ্চমাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছিল সরলহৃদয়তা যদৃচ্ছালাভসন্তোষ ও প্রশান্তচিত্ততা অন্তিমক্ষণপর্য্যন্ত অবিকৃতই ছিল।

টামস জেঙ্কিন্স।

এক্ষণে আমরা এমত এক অদ্ভুত ব্যাপার লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি যে তাহা দূরতর দেশে বা অতীত কালে ঘটিলে তাহাতে বিশ্বাস জন্মাইবার সম্ভাবনা ছিল না এবং বোধ হয় আমরা উক্ত হেতুবশতঃ এ বিষয় লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত করিতে উদ্যত হইতাম না। কিন্তু বর্ণনীয় বিষয় অত্যন্ত সন্নিহিত দেশে ও সন্নিহিত কালে ঘটিয়াছে তাহাতে ইহার কোন অংশ অপ্রামাণিক বোধ হইলে অনায়াসে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারিবে এই নিমিত্ত আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে এ বিষয় প্রচার করিতেছি।

টামস জেঙ্কিন্স আফ্রিকাদেশীয় কোন রাজার পুত্র, তাঁহার আকার কাফরির সমুদায় লক্ষণোপেত ছিল। তাঁহার পিতা বহুয়ায়ত গিনি উপ

কুলের অন্তর্গত লিটিল কেপ মৌণ্ট সংজ্ঞিত স্থান ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তি জনপদের অনেকাংশের অধিপতি ছিলেন। এই উপকূলে ব্রিটেনীয় সাংযাত্রিকেরা দাসক্রয়ার্থ সর্ব্বদা গতায়াত করিতেন। কাফরিরাজ শরীরগত কোন বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত ব্রিটেনীয় নাবিকদিগের নিকট কুক্কুটাক্ষ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইউরোপীয়েরা সভ্যতা ও বিদ্যার প্রভাবে বাণিজ্য বিষয়ে কাফরি জাতি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিদ্যানুশীল নার্থে ব্রিটেনে পাঠাইবার নিশ্চয় করিলেন। স্কটলণ্ডের অন্তর্গত ফাইফ প্রদেশীয় কাপ্তেন স্বানষ্টন এই উপকূলে আসিয়া হস্তিদন্ত স্বর্ণরেণু প্রভৃতি ক্রয় করিতেন। কাফরিরাজ তাঁহার সহিত এই নিয়ম স্থির করিলেন যে আপনি আমার পুত্রকে স্বদেশে লইয়া গিয়া কতিপয় বৎসরে সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়া দিবেন তাহা হইলে আমি এতদ্দেশোৎপন্ন পণ্য বিষয়ে আপনকার পক্ষে বিশেষ বিবেচনা করিব।

এই বালক যে প্রকারে স্বানষ্টনের হস্তে ন্যস্ত

হইলেন তাহা তাঁহার অন্তঃকরণে কিছু২ জাগরূক ছিল। প্রস্থান দিবসে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও তদপেক্ষা অনেক বয়ঃকনিষ্ঠা মাতা কতিপয় কৃষ্ণকায় মহামাত্র সমভিব্যাহারে উপকূল সান্নিহিত এক উন্নত হরিত প্রদেশের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। বালক যথাবিধানে পোত বণিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন তাঁহার জননী রোদন করিতে লাগিলেন। স্ক্যানষ্টন ধর্ম্মপ্রমাণ অঙ্গীকার করিলেন আপনকারদিগের পুত্র যত পারেন তত বিদ্যা শিখাইয়া কতিপয় বৎসরের পর আনিয়া দিব। অনন্তর ঐ বালক পোতোপরি আনীত হইলেন এবং পোতপতি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার নাম টামস জেঙ্কিন্স রাখিলেন।

স্ক্যানষ্টন জেঙ্কিন্সকে হাউয়িকে আনয়ন করিয়া আপন প্রতিজ্ঞাপরিপালনের যথোচিত উপায় দেখিতেছেন এমত সময়ে দুর্দ্দৈববশতঃ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এইরূপ দুর্দ্দৈব ঘটিলে কি হইবে তাহার কোন প্রতিবিধান করা না থাকাতে টমের কেবল খৃষ্টধর্ম্মানুযায়ি বিদ্যাশিক্ষারি প্রতিবন্ধ উপস্থিত হইল এমত নহে

গ্রাসাচ্ছাদনাদিরূপ অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়েও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতে লাগিল। হাউয়িকে টৌর ইনের অন্তর্গত এক গৃহে স্বানস্টনের প্রাণ ত্যাগ হয়। তথায় টম স্কটদেশীয় দুরন্ত হেমন্তের শীতে ম্রিয়মাণ হইয়াও সাধ্যানুসারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। স্বানস্টনের মৃত্যুর পর তিনি শীতে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। পরিশেষে সেই ভূস্বামিনী বিবি ব্রোন রন্ধনাগারের রাশীকৃত প্রজ্বলিত জ্বলনসন্নিধানে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। সমুদায় বাটীর মধ্যে কেবল ঐ স্থানই তাঁহার স্বচ্ছন্দাবাসের অনুরূপ ছিল। টম তদবধি বিবি ব্রোনের এই দয়ার কার্য্য চিরকাল স্মরণ করিতেন।

টম সেই পান্থনিবাসে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলেন। পরে মৃত স্বানস্টনের অতি সন্নিহিত কুটুম্ব টিবিয়টহেডনামী এক কৃষক তদীয় সমস্ত ভার গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় আবাসে আনয়ন করিলেন। তথায় তিনি দোলাসঞ্চালন শূকরশাবক ও হংস কুক্কুটাদি গ্রাম্য বিহঙ্গম

গণের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। পাস্থনিবাস হইতে প্রস্থান কালে তিনি কোনরূপে ইঙ্গরেজীর এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু এখানে আসিয়া অতি ত্বরায় সেই প্রদেশের প্রচলিত ভাষা উচ্চারণের সমুদায় নিয়ম সহিত শিক্ষা করিলেন। ল——র বাটীতে যে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিলেন তন্মধ্যে কিছুকাল রাখালের কর্ম্ম করেন। তৎপরে এক প্রকার তৃণ শকটপূর্ণ করিয়া হাউয়িকে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেন। এই কর্ম্ম এমত উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেন যে গৃহস্বামী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

টম দৃঢ়কায় হইলে পর ফলনাসনিবাসী লেডলা নামক এক ব্যক্তি কোন অনির্ণীত হেতু বশতঃ তাঁহাকে মনোনীত করিয়া সেই গৃহস্বামির নিকট প্রার্থনাপূর্ব্বক আপন বাটীতে আনিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণকায় টম ফলনাসে আসিয়া সকল কর্ম্মই করিতে লাগিলেন। কখন রাখাল হইতেন কখন বা মজুরের কর্ম্ম করিতেন ফলতঃ তিনি কর্ম্মমাত্রেই হস্তার্পণ করিতে পারিতেন। তাঁহার

বিশেষ কর্ম্ম এই নির্দ্দিষ্ট ছিল যে হাউয়িকে সর্ব্ব প্রকার সংবাদ লইয়া যাইতে হইত। অত্যন্ত মেধা থাকাতে তিনি এই কর্ম্মে বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। অনন্তর তিনি ঐ লেডলার একজন প্রকৃত কৃষাণ হইয়া উঠিলেন।

এই সময়েই বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার প্রথম অনুরাগ জন্মে। টম প্রথম কিরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন সে বিষয় জ্ঞাত নহে। বোধ হয় এই বালকের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে অবশ্য কর্ত্তব্যতা বোধ ছিল এবং এইরূপ দুরবস্থায় যতদূর হইতে পারে পিতার মানস পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক ছিলেন। ইহা সম্ভব বোধ হইতেছে লেডলার সন্তানদিগের অথবা তাঁহার গৃহ দাসীদিগের নিকট প্রথম শিক্ষা করেন।

লেডলা অতি অল্পদিন মধ্যেই টমকে বর্ত্তিকার শেষ গ্রহণে বিশেষ ব্যগ্র দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। টম দশা ও বসার অবশেষ সম্মুখে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া মন্দুরার উপরিমঞ্চে লুকাইয়া রাখিতেন। এই সকল ...য়া তিনি কি করেন এই বিষয়ে সকলের

অন্তঃকরণে নানা বিরুদ্ধ সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। ত্বরায় তত্রত্য লোক সকল কৌতুহল পরতন্ত্র হইয়া টম বাসায় গিয়া কি করেন এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সকলেই দেখিয়া চমৎকৃত হইল যে ঐ দীন বালক এক পুস্তক ও এক প্রস্তরফলক লইয়া অক্ষর লিখিতে অভ্যাস করিতেছেন। দৃষ্ট হইল একটী পুরাতন বীণাযন্ত্রও তাঁহার নিকটে আছে। ঐ যন্ত্রের জন্যে অধঃস্থিত অশ্বদিগকে বহুসংখ্যক রাত্রি অসুখে যাপন করিতে হইত।

এইরূপে বিদ্যানুশীলনে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ হওয়াতে শ্রীযুত লেডলা তাঁহাকে কোন প্রাতিবেশি গ্রাম্য জনের সংস্থাপিত বৈকালিক পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত করিলেন। তিনি তথায় অল্প দিন মধ্যে এমত বিদ্যোপার্জ্জন করিলেন যে সেই প্রদেশের সমুদয় লোক শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। যেহেতু কখন কাহারও বোধ ছিল না যে তিনি কোন কালে বিদ্যার্থী হইতে পারিবেন। যাহাহউক যদিও তাঁহাকে লেডলার ক্ষেত্রসম্বন্ধ নীচ কর্ম্মেই নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিতে

হইত তথাপি তিনি অবকাশমতে ক্রমে২ আপনা আপনি লাটিন ও গ্রীক অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক বালকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ছিল সেই বালক উক্ত ভাষাদ্বয়ের অধ্যয়নার্থ যে২ পুস্তকের আবশ্যকতা তাহা তাঁহাকে পাঠ করিতে দিতেন। আমরা যে সকল বৃত্তান্ত লিখিতেছি ঐ বালক বন্ধুই অধিকবয়সে তৎসমুদায় আমাদের নিকট প্রেরণ করেন। আর লেডলারাও স্ত্রী পুরুষে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি বিষয়ে যথাশক্তি আনুকুল্য করিয়াছিলেন কিন্তু নিকটে লাটিন ও গ্রীক শিক্ষার বিদ্যালয় না থাকাতে তাঁহারা তাঁহার প্রকৃত রূপে শিক্ষা করিবার সদুপায় ও সুযোগ করিয়া দিতে পারেন নাই।

অনেকেই অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে লেডলারা স্ত্রীপুরুষে তাঁহার প্রতি যে সৌজন্য দর্শাইয়াছিলেন স্বমুখে তাহা বর্ণন করিতে২ তাঁহার হৃদয়কন্দর কৃতজ্ঞতা প্রবাহে উচ্ছলিত ও কৃষ্ণবর্ণ নয়নদ্বয় অবিরল গলিত বাষ্প সলিলে প্লাবিত হইত। কিয়দ্দিন পরে লাটিন ও গ্রীক

তাঁহাকে এক প্রকার বোধাধিকার জন্মিলে তিনি গণিতাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

টম যে এক গ্রীক অভিধান ক্রয় করেন তাহা তাঁহার জীবন চরিত্তের মধ্যে একটা প্রধান ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। হাউয়িকে কতকগুলি পুস্তক বিক্রয় হইবে শুনিয়া তিনি আপন বয়স্যের সহিত তথায় গমন করিলেন। টম যে বেতন পাইতেন তাহার মধ্যে ৬ টাকা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। আর তাঁহার সহচর স্বীকার করিলেন যদি কোন বিশেষ পুস্তক ক্রয় করিবার নিমিত্ত আর কিছু আবশ্যক হয় আমারও বারআনা সংস্থান আছে দিতে পারিব। টমের অন্যয়ন বিষয়ে অভিধান অত্যন্ত উপযোগি অতএব বিক্রয় অবসরে তিনি তাহার মূল্য ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। যে পুস্তক কেবল বহুজ্ঞ বিদ্যার্থির প্রয়োজনোপযোগি অতি হীনবেশ একজন কার্ফরিকে তৎক্রয়ার্থ প্রতিযোগিতা করিতে দেখিয়া ব্যক্তিমাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

তন্মধ্যে মনক্রিফ নামক এক ব্যক্তির টমের

সহচরের সহিত আলাপ ছিল তিনি ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কৌতুকাকুলিত চিত্তে এই অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক সবিশেষ সমুদায় নিবেদন করিল। তখন মনক্রিফ তাঁহাদের সমষ্টিধন ছয় টাকা বারআনা মাত্র অবগত হইয়া কহিলেন তোমার যত দূর পর্য্যন্ত ইচ্ছা হয় মূল্য ডাকিবে যাহা অকুলান পড়িবে আমি তাহার দায়ী রহিলাম।

টম মনক্রিফ মহাশয়ের সেই সানুগ্রহপ্রস্তাবের বিষয় অবগত ছিলেন না সুতরাং আপনাদের সঙ্গতি পর্য্যন্ত ডাকিয়া নিরাশ হইয়া বিষণ্ণ বদনে ক্ষান্ত হইবামাত্র তাঁহার সহচর মূল্য ডাকিতে লাগিলেন। দীন কাফ্রিবালক তদ্দর্শনে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন বয়স্য কি কর তুমি ত জান আমাদিগের এত মূল্য ও শুল্ক দিবার সংস্থান নাই। কিন্তু ঐ বালক তাঁহার সেই নিষেধ না মানিয়া পুস্তক ক্রয় করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হৃষ্টচিত্তে বন্ধুহস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার ক্ষোভ নিবারণ করিলেন। মন-

ক্রিফ মহাশয়কে এবিষয়ে কেবল আট আনা মাত্র সাহায্য করিতে হইয়াছিল। টম আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া পুস্তক লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন অনন্তর তিনি যে উহা সার্থক করিয়াছিলেন তদুল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

এইক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে কাফ্রি জাতির বুদ্ধির অদ্ভুত আদর্শস্বরূপ সেই সুবোধ বালকের স্বভাব ও চরিত্র কিরূপ ছিল। ইহাতে আমরা একবারেই এই উত্তর দিতে পারি যত উৎকৃষ্ট হইতে পারে। জেঙ্কিন্স বিনীত নিরহঙ্কৃত ও দুষ্ক্রিয়াসক্তি শূন্য ছিলেন এবং তাঁহার আচরণ এমত অসামান্য সৌজন্য ব্যঞ্জক ছিল যে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন। ফলতঃ সমুদায় উচ্চ টিবিয়টডেল প্রদেশে অতিমাত্র লোকরঞ্জন বলিয়া যাঁহারা বিখ্যাত ইনি তন্মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

তিনি আপন কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও আলস্য বা ঔদাস্য করিতেন না এই নিমিত্ত তাঁহার নিয়োগেরা অত্যন্ত সমাদর করি

তেন এবং জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে তাঁহার অদৃষ্ট পূর্ব্ব উৎসাহদর্শনে ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার স্বদেশ ভাষার বিন্দুবিসর্গও মনে না থাকাতে স্কটলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলের সাধারণ কৃষক দিগের সহিত চর্ম্ম ব্যতিরিক্ত কোন বিষয়েই বিভিন্নতা ছিল না। কিন্তু এই মাত্র বিশেষ যে তিনি তাহাদিগের প্রায় সকল অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন ও প্রকারান্তরে সময় যাপন করিতেন। খৃষ্টোপদিষ্ট ধর্ম্মে তাঁহার দ্রঢীয়সী শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রত্যেক বিধি প্রতিপালনে অত্যন্ত অবহিত ছিলেন। সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় টম অত্যুৎকৃষ্ট উপাদানে নির্ম্মিত। আর তিনি বিদ্যালাভের নিমিত্ত যে অশেষবিধ প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা গণনা না করিলেও সর্ব্বত্র আদৃত ও প্রিয় হইতেন সন্দেহ নাই।

টমের প্রায় বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে টিবিয়ট হেডের পাঠশালায় শিক্ষকের পদ শূন্য হয়। উক্ত অসভ্য কৃষকবহুল জনপদের বিরল সন্নিবেশ অধিবাসিগণের শিক্ষার্থে যে প্রদেশীয়

পাঠশালা ছিল ইহা তাহার শাখা স্বরূপ। এই বিষয়ে জেটবর্গের যাজকগণের উপর এই ভারার্পণ হইল যে তাঁহারা কোন এক দিন হাউয়িকে সমাগতহইয়া কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিদিগের পরীক্ষা করিয়া অধ্যক্ষবর্গের নিকট বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করিবেন। পরীক্ষা দিবসে ফলনাশের কৃষ্ণকায় কৃষকও পুস্তকরাশি কক্ষে করিয়া অতি হীনবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পরীক্ষকেরা দেখিয়া চমৎকৃত হই লেন কিন্তু তাঁহার স্বভাব চরিত্র বিদ্যাদিবিষয়ক প্রশংসাপত্র দর্শনে অন্যান্য তিন চারি জন কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিদিগের ন্যায় তাঁহারও যথা নিয়মে পরীক্ষা গ্রহণ অস্বীকার করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ পরীক্ষাতে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষায় এমত উৎকৃষ্ট হইলেন যে পরীক্ষকদিগকে উপস্থিত ব্যাপারে তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষায় উপযুক্ত বলিয়া অধ্যক্ষবর্গের নিকট বিজ্ঞাপনী দিতে হইল। তখন জেঙ্কিন্স জয় প্রাপ্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে এই আলোচনা করিতেং প্রত্যাগমন করিলেন যে এক্ষণে আমি যে পদে

নিযুক্ত হইব তাহা পূর্ব্বতন সমুদায় কর্ম্মাপেক্ষা উত্তম এবং তাহাতে বিদ্যোপার্জ্জনের বিশিষ্ট রূপ সুযোগ ও সদুপায় হইবেক।

কিয়ৎকালের নিমিত্ত টমের এই অভ্যুদয়াশা প্রতিহত হইয়া রহিল। পরীক্ষকদিগের বিজ্ঞাপনী যাজকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই, পৌত্তলিক জাত্যুৎপন্ন কাফ্রিকে উপস্থিত কর্ম্মে নিযুক্ত করা অযুক্ত বিবেচনা করিলেন। তদনুসারে টম পরীক্ষাদানের সমুদায় ফলে বঞ্চিত হইয়া, জাতি ও অবস্থার অপকর্ষ নিমিত্তই এই সমস্ত দুরবস্থা ঘটিতেছে এই মনস্তাপে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। কিন্তু যাজকমণ্ডলীর এই অবিচারে তিনি যেরূপ বিষাদ ও ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান ব্যাপারের প্রধান উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ তদনুরূপ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইলেন।

অনন্তর ডিউক আব বক্লিউ প্রভৃতি ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা উপস্থিত বিষয়ে বিশিষ্ট রূপে উদ্যুক্ত হইয়া বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে পরী

ক্ষোত্তীর্ণ টমকে নিযুক্ত করা যাইবেক এবং এপর্য্যন্ত যাজকমণ্ডলীর নিযুক্ত শিক্ষক যত বেতন পাইয়াছেন ইহাকে পুনরায় তাহা ধরিয়া দিতে হইবেক। তদনন্তর অতি ত্বরায় এক কর্ম্মারের পুরাণ বিপণিতে স্থান নির্ণয় করিয়া টমকে শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত করিলেন"। তদ্দর্শনে সমুদায় বালক ও তাহাদের পিতা মাতারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই সমুদায় ছাত্র পূর্ব্ব পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া টমের নিকটেই অধ্যয়ন করিতে লাগিল। টম কিয়দ্দিন পূর্ব্বে এতদ্দেশে শিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু অল্প কালেই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং এমত বেতন পাইতে লাগিলেন যে তাহাতে আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া কিঞ্চিৎ২ উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল।

তিনি অতি ত্বরায় এক জন উৎকৃষ্ট শিক্ষক হইয়া উঠিলেন তাহাতে তাঁহার বন্ধুবর্গ আনন্দ প্রবাহে মগ্ন হইলেন কিন্তু তাঁহার প্রতিপক্ষ যাজকমণ্ডলীর মুখ মলিন হইল। তিনি শিক্ষা

দিবার অত্যুৎকৃষ্ট ও ফলোপধায়ক প্রণালী জানিতেন এবং কোন প্রকার কার্কশ্য প্রকাশ না করিয়া কেবল কৌশলবলে কার্য্য নির্ব্বাহ করাতে স্বীয় ছাত্রবর্গের সাতিশয় প্রিয় ও নিয়োগ্যগণের অত্যন্ত সমাদরণীয় ছিলেন। সপ্তাহে পাঁচ দিন পাঠশালার কার্য্য করিতেন এবং এই কয়েক দিবস স্বয়ং যাহা শিক্ষা করিতেন প্রতি শনিবার অবাধে হাউয়িকে গমন করিয়া তত্রত্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের নিকট পরিচয় দিয়া আসিতেন। ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে তিনি শিক্ষক হইয়াও স্বয়ং শিক্ষা করিতে বিরত ও নিরুৎসাহ হয়েন নাই। এবং তাঁহার আরও অকৃষ্ট উৎসাহ প্রকাশ হইতেছে যে পূর্ব্ব দিন যাতায়াতে আট ক্রোশ চলিয়াও উপাসনার্থে পর দিন পুনর্ব্বার হাউয়িকে গমন করিতেন।

টম এইরূপে এক অথবা দুই বৎসর পাঠশালার কার্য্য সম্পাদন করিলে দুই শত মুদ্রার সংস্থান হইল। তখন তিনি প্রতিনিধি দিয়া শীত কয়েক মাস কোন প্রধান বিদ্যালয়ে থাকিয়া

লাটিন গ্রীক ও গণিত শাস্ত্র বিশেষরূপে শিক্ষা করিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি পাঠশালার অধ্যক্ষবর্গের নিকট অত্যন্ত আদৃত ছিলেন অতএব তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তখন তিনি উপস্থিত ব্যাপারে সৎপরামর্শ লইবার নিমিত্ত তাঁহার দয়ালু বন্ধু মনক্রিফ মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই দয়াবান্ ব্যক্তি তাঁহার গ্রীক অভিধান ক্রয় কালে সাহায্য করেন এবং তৎপরে আরং অনেক উপকার করিয়াছিলেন।

মনক্রিফ পরিচয় দিবসাবধি টমকে অদ্ভুত পদার্থ মধ্যে গণনা করিতেন। এক্ষণে তাঁহার এই অভিনব প্রস্তাব শ্রবণে আরও চমৎকৃত হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সংস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া সবিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন শুন টম ইহাতে কোন রূপেই তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে না যাহা সঞ্চয় করিয়াছ তদ্দারা শুল্কদান নির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন। টম শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইলেন কিন্তু ঐ বদান্য বন্ধু তাঁহার ক্ষোভ শান্তি

করিবার নিমিত্ত তাঁহার হস্তে এক অনুমতি পত্র প্রদান করিয়া কহিলেন এডিনবরা নগরে অমুক বণিককে লিখিলাম অতিরিক্ত যাহা আবশ্যক হইবেক তাঁহার নিকট চাহিয়া লইবে।

অনন্তর টম অপরিসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া এডিন বরা প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ লাটিনের অধ্যাপকের নিকটে গিয়া তাঁহার শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইবার নিমিত্ত প্রবে শিকা প্রার্থনা করাতে তিনি তাঁহার দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া আপাততঃ কয়েক মুহূর্ত্ত অবাক হইয়া রহিলেন অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি লাটিনের প্রথম কিছু শিখিয়াছ কি না। টম বিনীতভাবে উত্তর করিলেন আমি বহুকাল লাটিন অধ্যয়ন করিয়াছি এক্ষণে উক্ত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ জ্ঞানলাভের আশয়ে এই স্থানে আসি য়াছি। উক্ত অধ্যাপক, জেঙ্কিন্স যাহা কহিলেন তাহা যথার্থ নিশ্চয় করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এক প্রবেশিকা প্রদান করিলেন কিন্তু বদান্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার নিয়মিত শুল্ক গ্রহণ করিলেন না।

অনন্তর জেঙ্কিন্স অন্য দুই জন অধ্যাপকের নিকট প্রার্থনা করাতে তাঁহারাও উভয়ে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তি শুল্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে তিন শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়া শীত কয়েক মাস তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক অভিলাষানুরূপ অধ্যয়ন সমাধান করিলেন অথচ পরম দয়ালু মনক্রিফ মহাশয়ের অনুমতি পত্রের উপরি অধিক নির্ভর করিতে হইল না। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে টিবিয়টহেডে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যথা নিয়মে পাঠশালার কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

আমাদের এই অদ্ভুত আখ্যানের শেষ ভাগ যেরূপে উপসংহৃত হইলে সকলের মনোরঞ্জন হইত সেরূপ হয় নাই। আমাদিগের বোধে কোন লোকহিতৈষি সমাজের সাহায্যে জেঙ্কিন্সের স্বদেশে প্রতিপ্রেরিত হওয়াই উচিত ছিল। যেহেতু তথায় তিনি পৈতৃক অথবা স্বীয় প্রজাগণের সভ্যতাসম্পাদন ও শিক্ষা প্রদান করিতে পারিতেন। প্রায় দশ বৎসর হইল প্রতিবেশ

বাসি কোন সদাশয় ব্যক্তি সদভিপ্রায়প্রণোদিত হইয়া উপবেশিত দাসমণ্ডলীর উপযুক্ত ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া জেঙ্কিন্সকে খৃষ্টধর্ম্মসঞ্চারিণী সভার নিকট বলিয়া দেন। উক্ত সভার অধ্যক্ষেরা জেঙ্কিন্সকে সম্মত করিয়া উপদেশকর্ত্তার ভার দিয়া মরিশস্ উপদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই নিয়োগ তাঁহার পক্ষে কোন রূপেই উপযুক্ত হয় নাই। এক্ষণে (খৃঃ ১৮৩৫) তিনি তথায় যথেষ্ট আয় ও যথোচিত সমাদরে কাল যাপন করিতেছেন।

সর উইলিয়ম জোন্স।

উইলিয়ম জোন্স ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ২০ সেপ্টম্বর, লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তৃতীয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হয় সুতরাং তাঁহাকে শিক্ষা দিবার ভার তাঁহার জননীর উপর বর্ত্তে। এই নারী অসামান্যগুণসম্পন্না ছিলেন। জোনস অতি শৈশব কালেই অদ্ভুত পরিশ্রম ও গাঢ়তর বিদ্যানুরাগের দৃঢ়তর প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। ইহা বিদিত আছে তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে যদি কোন বিষয় জানিবার অভিলাষে আপন জননীকে জিজ্ঞাসা করিতেন তাহাতে ঐ বুদ্ধিমতী নারী সর্ব্বদাই এই উত্তর দিতেন পড়িলেই জানিতে পারিবে। এইরূপে পুস্তক পাঠ বিষয়ে তাঁহার গাঢ় অনু রাগ জন্মে এবং তাহা বয়োবৃদ্ধি সহকারে বৃদ্ধি

প্রাপ্ত হয়। সপ্তম বৎসরের শেষে তিনি হারো নগরের পাঠশালায় প্রেরিত হয়েন এবং ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। উক্ত বিদ্যালয়স্থিত অন্যান্য ছাত্রবর্গের ন্যায় বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া অধ্যয়ন বিষয়েই অনুক্ষণ নিমগ্নচিত্ত থাকিতেন এবং যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা করিতেন। বাস্তবিক তিনি পাঠশালায় এরূপ পরিশ্রমী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে তদ্দৃষ্টে তাঁহার এক অধ্যাপক কহিয়াছিলেন এই বালক নগ্ন ও নিঃসহায় রূপে সালিসবরি প্রান্তরে পরিত্যক্ত হইলেও খ্যাতি ও সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেক।

এই সময়ে তিনি প্রায় সর্ব্বদাই নিদ্রা প্রতিরোধের নিমিত্ত কাফি কিম্বা চা খাইয়া সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন। এই প্রকার অনুষ্ঠান প্রশংসনীয় নহে। জোন্স অবকাশ কালে ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে যে তিনি কোকলিখিত ধর্ম্মশাস্ত্র সারসংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে

এমত ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে স্বীয় জননীর পরিচিত ব্যবহারদর্শিদিগকে উক্ত গ্রন্থ হইতে সমুদ্ধৃত ব্যবহার বিষয়ক জিজ্ঞাসা দ্বারা সর্ব্বদাই প্রীত ও চমৎকৃত করিতেন।

দৃষ্ট হইতেছে জোন্স ভাষা শিক্ষা বিষয়ে স্বভাবতঃ অত্যন্ত নিপুণ ও অনুরাগী ছিলেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল ব্যক্তির ভাষা শিক্ষায় নৈপুণ্য থাকে তাহাদের প্রায় অন্য কোন বিষয়ে বুদ্ধি প্রবেশ হয় না। কিন্তু জোন্সের প্রতি সেরূপ লক্ষ্য হইতেছে না তিনি অত্যন্ত প্রয়োজনোপযোগি বহুতর জ্ঞানশাস্ত্রে ও সুকুমার বিদ্যাতেও বিশিষ্ট রূপ পারদর্শী ছিলেন। অক্স্‌ফোর্ডে অধ্যয়ন কালে তিনি প্রাচ্য দেশীয় ভাষা সমূহ শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন এবং আরবির উচ্চারণ শিখাইবার নিমিত্ত স্বয়ং বেতন দিয়া এলিপোদেশীয় এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। গ্রীক ও লাটিন ভাষাতে তৎ পূর্ব্বেই বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের অনধ্যায় কাল উপস্থিত হইলে ঐ অব-

কাশে তিনি অশ্বারোহণ ও স্বাত্মরক্ষা শিক্ষা করিতেন এবং ইটালিয়ন, স্পানিশ, পোর্তুগীজ ও ফ্রেঞ্চ ভাষার অত্যুত্তম গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন এবং ইহার মধ্যেই অবকাশক্রমে নৃত্য বাদ্য খড়্গপ্রয়োগ এবং ওয়েল্‌সদেশীয় বীণা বাদন শিখিতেন। উক্ত দেশ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের বাস স্থান।

ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে জননীকে বিদ্যালয়ের বেতন দান রূপ ভার হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন এই অভিপ্রায়ে, পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বহুবিধ অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিয়াও উক্ত অভিলষিত বৃত্তি প্রাপ্তি বিষয়ে কোন রূপে অমনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সাধনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে লার্ড আলথর্পের শিক্ষকতা কার্য্য স্বীকার করিলেন এবং কিয়দ্দিবস পরে অভিপ্রেত ছাত্রবৃত্তিও প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে আপন ছাত্রের সহিত জর্ম্মন স্পাতে অবস্থিতি করিতে হয় এই সুযোগে তিনি জর্ম্মন ভাষা শিক্ষা করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ডিউক আব গ্রাফ-

টনের দ্বিতীয় কার্য্যসম্পাদকের অভ্যর্থনানুসারে পারসী ভাষা লিখিত নাদিরশাহের জীবনবৃত্ত ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদিত করেন। ঐ হস্ত লিখিত পুস্তক দেন্মাকের অধিপতি আনাইয়াছিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর তাঁহাকে আপন ছাত্র ও তদীয় পরিবারের সহিত মহাদ্বীপে গমন করিয়া ১৭৭০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে হয়। উক্ত অব্দে তাঁহার শিক্ষকতা কর্ম্ম রহিত হওয়াতে ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়নার্থে টেম্পল নামক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এইরূপে বিষয়কর্ম্মের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াও বিদ্যানুশীলন একবারেই পরিত্যাগ করেন নাই। অন কুয়িটিল ডু পেরোঁ নামক এক ব্যক্তি জোরোস্ত নামক পণ্ডিতের গ্রন্থ ও জীবন চরিত মুদ্রিত করেন। এই লেখক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দোষার্পণ করিয়াছিলেন। জোন্স উক্ত দোষ নিরাস করিবার নিমিত্ত অতি সুললিত রূপে ফ্রেঞ্চ ভাষাতে এক উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র পুস্তক লিখেন।

১৭৭২ খৃঃ অব্দে কতকগুলি কাব্য সংগ্রহ করিয়া এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তকে আসিয়ার কবিদিগেরি অধিকাংশ কাব্য সংগৃহীত হয়। এই বৎসরে তিনি রয়েল সোসাইটী নামক সভার ফেলো অর্থাৎ সহচররূপে পরিগণিত হইলেন। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার ডি পোয়েসি এসিয়াটিকা নামক গ্রন্থ প্রকাশ হয়। ইহাতে আসিয়ার সর্ব্বজাতীয় কাব্যের ব্যাখ্যা আছে এবং লাটিন ও ইঙ্গরেজীর ছন্দোবন্ধের আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিঞ্চিৎকাল পরেই বিচারালয়ে নিযুক্ত হইলেন এবং ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে যোত্রহীনদিগের কমিশনর অর্থাৎ কার্য্য সম্পাদকের কর্ম্মের ভার পাইলেন। দেশীয় মূলব্যবস্থার স্বাধীনতা পক্ষে তাঁহার স্বভাবতঃ অত্যন্ত পক্ষপাত ছিল আর এই সময়ে তাঁহার ছাত্রের সহিত যে লেখালেখি হয় তাহাতে ঐ স্বাধীনতার পোষকতা বিষয়ে অকুতোভয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের যে যুদ্ধ হয় তাহাতেও সাহস ব্যঞ্জক এক লাটিন গাথা দ্বারা স্বাধীনতা

পক্ষেই পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছেন। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে তিনি উপোদঘাত বৃত্তি ও ব্যাখ্যা সহিত ইসিয়সের বক্তৃতার ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদের ভাষা লালিত্য ও মূল গ্রন্থের গুণদোষ বিবেক এবং ইতিহাস সম্বন্ধ গবেষণার প্রগাঢ়তা দ্বারা যথেষ্ট প্রশংসাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জোন্স আমেরিকা যুদ্ধের বিষয়ে যে রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহা তাঁহার বিচারা লয়নস্থকীয় মর্য্যাদা প্রাপ্তির এক প্রকার প্রতি বন্ধকস্বরূপ হইয়াছিল তথাপি অতি ত্বরায় আপন ব্যবসায় বিষয়ে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে যে উপপ্লব ঘটে তদ্দৃষ্টে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রানুমত তন্নিবারণো পায় বিষয়ে এক ক্ষুদ্র পুস্তক লিখেন এবং পর বৎসর শীতকালে অতি প্রসিদ্ধ আরবীয় সপ্ত কাব্যের অনুবাদ সমাপন করেন। তৎপরে “রাজ্যের মূলসাধন কি” এই উপক্রম করিয়া এক অতিপ্রশংসিত গাথা রচনা করেন। এই সকল বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি প্রাতি-

ভাব্য বিধিবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে তিনি পার্লিয়ামেণ্ট নামক সমাজের সংশোধন পক্ষাবলম্বিদিগের মধ্যে অত্যন্ত খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সোসাইটী ফার কনষ্টিটুশনাল ইনফারমেশন নামক সভাতেও সভ্য হন। উক্ত বৎসরে এক কৃষক ও এক জনপদবাসি ভদ্রলোক উভয়ের কথোপকথন ব্যপদেশে রাজশাসনপ্রণালীর মূলসাধন বিষয়ক এক পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশ করাতে সেণ্ট আসফের দ্বিতীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ রাজ বিদ্রোহে অভ্যুত্থিত বলিয়া তাঁহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করেন। (কিয়দ্দিন পরে এই ব্যক্তির ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়) তাহাতে তিনি আপনাকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া অঙ্গীকার পূর্ব্বক আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়া চেষ্টর নামক ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি লার্ড কিনিয়নের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। লার্ড শেলবরনের রাজমন্ত্রিপদ প্রাপ্তি হইলে লার্ড অশবর্টনের আনুকূল্যে ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে কলিকাতাস্থ সুপ্রিমকোর্ট নামক রাজকীয় বিচা

রালয়ের বিচারকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন উক্ত পদ বহুকালাবধি তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল। ঐ সময়ে নাইটের মর্য্যাদা ও তন্নিবন্ধন সর উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

সর উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের সেপ্টম্বর মাসে কলিকাতা নগরীতে উপস্থিত হই লেন। এই স্থলে স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি প্রদর্শনকরিবার নিমিত্ত অভিনব ও বহুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রিমকোর্টের বহুপরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মে অত্যন্ত ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর প্রযত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সাহিত্য বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে লাগি লেন। কলিকাতায় উপস্থিত হইবামাত্র লণ্ডন নগরের রয়েল সোসাইটী নামক সভাকে আদর্শ করিয়া স্বীয় অসাধারণ উৎসাহ ও উদ্যোগ দ্বারা এসিয়াটিক সোসাইটী নামক সভা স্থাপন করিলেন। যত দিন জীবিত ছিলেন তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি তাহার সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এবং প্রতিবৎসর বহুতর পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এতদ্দেশীয় শব্দবিদ্যা ও পূর্ব্বকালীন

বিষয় সকলের তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা উক্ত সভার কার্য্য উজ্জ্বল ও বিভূষিত করিয়াছেন।

এক্ষণে বিচারালয় বন্ধ ব্যতিরেকে আর তাঁহার অধ্যয়নের অবকাশ ছিল না। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের দীর্ঘ বন্ধের সময় যেরূপে দিবস যাপন করিতেন তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে তাহার এই বিবরণ দৃষ্ট হইয়াছে। প্রাতঃকালে প্রথমতঃ এক পত্র লিখিয়া কয়েক অধ্যায় বায়বেল অধ্যয়ন করিতেন তৎপরে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ধর্ম্ম শাস্ত্র; মধ্যাহ্নকালে ভারতবর্ষের ভূগোল বিবরণ। অপরাহ্ণে রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত। পরিশেষে দুই চারি বাজী শতরঞ্চ খেলিয়া ও আরিয়ষ্টোর কিয়দংশ পাঠ করিয়া দিবসাবসান করিতেন।

এতদ্দেশীয় জল ও বায়ুর দোষে শারীরিক অসুস্থ হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার চক্ষু এমত নিস্তেজঃ হয় যে তাঁহাকে মধ্যম বর্ত্তিকার আলোকে লেখা রহিত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যাবৎ তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র সামর্থ্য থাকিত কিছুতেই তাঁহার অভিলষিত অধ্যয়নের ব্যাঘাত

ঘটাইতে পারিত না। পীড়াভিভূত হইয়া শয্যা গত থাকিয়াও বিনা সাহায্যে উদ্ভিদ বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। এবং চিকিৎসকের উপদেশানুসারে স্বাস্থ্যপ্রতিলাভার্থে যে কিয়ৎকাল পর্য্যটন করেন তাহাতে গ্রীশ ইটালি ও ভারত বর্ষীয় দেবতাগণের বিষয়ে এক প্রশস্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে তিনি আপন মনকে এমত দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন যে এইরূপ পরিশ্রম তাঁহার বিশ্রাম ভূমিতে গণনীয় হইত।

কিয়দ্দিবস পরে তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক প্রযত্ন ও উৎসাহ সহকারে বিচারালয়ের কার্য্যে ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। যখন কার্য্য বশতঃ প্রতিদিন কলিকাতায় আসিতে হইত সে সময়ে তিনি উক্ত নগরীর আড়াই ক্রোশ দূরে ভাগীরথীতীর সন্নিহিত এক ভবনে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার জীবনবৃত্তলেখক সুশীল প্রজ্ঞাবান্ লার্ড টিনমৌথ কহেন যে তিনি প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের পর এই স্থানে প্রত্যাগমন করিতেন

এবং এমত প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন যে পদব্রজে আসিয়া অরুণোদয় কালে কলিকাতার আবাসে উপস্থিত হইতেন। তথায় উপস্থিতির পর ও বিচারালয়ের কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্ব সময় রীতিমত পৃথক্২ অধ্যয়ন বিষয়ে নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে তিনি রাত্রি তিন চারিটার সময় শয্যা পরিত্যাগ করিতেন।

বিচারালয়ের কর্ম্ম বন্ধ হইলেও তিনি তুল্য রূপে কর্ম্মে ব্যাসক্ত থাকিতেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দের কর্ম্মবন্ধ সময়ে কৃষ্ণা নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তথা হইতে লিখিয়াছিলেন "আমরা এই গ্রাম্য কুটীরে বাস করিয়া অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি এই তিন মাস কর্ম্মবন্ধ উপলক্ষে অবকাশ পাইয়াছি বটে কিন্তু আমি এক দণ্ডের নিমিত্তেও কর্ম্ম শূন্য নহি। ইচ্ছানুরূপ বিদ্যানুশীলনের সহিত স্বকীয় বিষয় কার্য্যের ভূয়িষ্ঠ সম্বন্ধ প্রায় ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমেআমার পক্ষে তাহা ঘটিয়াছে। এই কুটীরে থাকিয়াও আমি আরবি ও সংস্কৃত অধ্যয়ন দ্বারা বিচারালয়েরই কার্য্য করিতেছি। এক্ষণে

সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি মুসলমান ও হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞেরা মিথ্যা ব্যবস্থা দিয়া আর আমাদিগকে ঠকাইতে পারিবেক না।” বাস্তবিক এইরূপ সার্ব্বক্ষণিক পরিশ্রমে ব্যাসক্ত থাকাতেই তাঁহার আনন্দে কালযাপন হইয়াছিল।

দেশীয় লোকদিগের উত্তমরূপে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায়ে হিন্দু ও মুসলমান দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের একং সারসংগ্রহ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তিনি সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু পরিশেষে অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা তাহার [illegible] সমাধান হইয়াছে তাহা এই মহানুভাবের পরামর্শ ও প্রাথমিক উদ্যোগ দ্বারাই হইয়াছে সন্দেহ নাই। দেশীয় লোকদিগের অধিকার বিষয়ে সমুচিত মনোযোগ হইবেক এই মুখ্য অভিপ্রায়েই তিনি উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ বিষয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। আর জুরি দ্বারা বিচার হইবার যে প্রথা ছিল তাহা রহিত করিবার যে উদ্যোগ হয় তদ্বিষয়ে আপত্তি করাতেও এতদ্দেশবাসি ব্রিটেনীয় লোক দিগের অধিকার বিষয়েও তাঁহার তুল্যরূপ যত্ন প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দে শকুন্তলানামক সংস্কৃত নাটকের ইঙ্গরেজি ভাষাতে অনুবাদ প্রকাশ করেন। অনন্তর ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের আরম্ভেই মনু প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ হয়। যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন কালীন আচার ব্যবহার জানিবার বাসনা রাখেন এই গ্রন্থ তাঁহা দের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। পরিশেষে এই সুবিখ্যাত ও প্রশংসিত ব্যক্তি বিচারালয়ের কার্য্যনিষ্পাদন ও বিদ্যানুশীলন বিষয়ে অবিশ্রান্ত এইরূপ অসঙ্গত পরিশ্রম করাতে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতাতে তাঁহার যকৃৎ স্ফীত হয় এবং ঐ রোগের আক্রমণেই উক্ত মাসের সপ্তবিংশ দিবসে অষ্টচত্বারিংশত্তম বয়ঃক্রম সময়ে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

সর উইলিয়ম জোন্সের কতিপয় অতিসামান্য নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল তদ্বিষয়ে দৃঢ়তর মনো যোগ থাকাতেই তিনি এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী এই যে, বিদ্যানুশীলনের সুযোগ পাইলে কখন

উপেক্ষা করিবেক না। অন্য এক এই যে, অন্যেরা যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছে আমিও অবশ্য তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব এবং সেই নিমিত্তে বাস্তবিক প্রতিবন্ধক দেখিয়া অথবা প্রতিবন্ধকের সম্ভাবনা করিয়া অভিপ্রেত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে বরং তাহার সিদ্ধি বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে হইবেক।

তাঁহার জীবনচরিতলেখক লার্ড টিনমৌ কহেন যে ইহাও তাঁহার এক নির্দ্ধারিত নিয় ছিল যে যে সকল ব্যাঘাত অতিক্রম করিতে পারা যায় তদ্দৃষ্টে বিবেচনাপূর্ব্বক হস্তার্পিত ব্যাপারের সমাধানবিষয়ে কোন ক্রমেই ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নহে। এই নিয়ম তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কখন লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু তিনি যে পৃথক্২ এক কর্ম্মের নিমিত্ত সময় নিরূপণ করিতেন এবং অতিসাবধান হইয়া নির্দ্ধারিত সময়ে তত্তৎকর্ম্মের সমাধান করিতেন আমার বোধে এই মহাফলদায়ক নিয়ম দ্বারাই অব্যাঘাতে ও অসাকুলিত চিত্তে এই সমস্ত বিদ্যায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

সর উইলিয়ম জোন্সের মৃত্যুতে সাধারণের যেরূপ অসাধারণ মনস্তাপ ও ক্ষতিবোধ হই-য়াছিল অতি অল্পলোকের বিষয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষাজ্ঞান বিষয়ে বোধ হয় প্রায় কোন ব্যক্তিই তাঁহা অপেক্ষা অধিক নিপুণ ছিলেন না। পুরাবৃত্ত, দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতি, ধর্ম্ম, পদার্থবিদ্যা ও সর্ব্বজাতীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। আর যদি তিনি ভিন্নদেশীয় কাব্যের ভাব লইয়া স্বভাষায় সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত এত অধিক অনুরক্ত না হইতেন এবং বহুবিস্তৃত বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আপন শক্ত্যনুযায়িনী রচনা বিষয়ে প্রযত্নবান্ হইবার নিমিত্ত উপযুক্ত রূপ অবকাশ পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার কবিত্ব বিষয়েও অসাধারণ খ্যাতিলাভের ভূয়সী সম্ভাবনা ছিল। তিনি পরিবার ও পোষ্যবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা অতি প্রশংসনীয়। আর তিনি স্বভাবতঃ বদান্য ও তেজস্বী ছিলেন।

সর উইলিয়ম জোন্সের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে নানা

উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষেরা সেণ্ট পালের কাথিড্রালে তাঁহার এক কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং বাঙ্গালাতে এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে তদীয় সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ছয়খণ্ড চতুরংশিত পুস্তকে যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রশংসিত ও অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। তদ্ব্যতিরিক্ত ঐ বিধবা নারী আপন ব্যয়ে ফ্লক্সমন নামক ভাস্কর দ্বারা মর্ম্মর প্রস্তরে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্ত্তি গৃহে স্থাপিত করিয়াছেন।